NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ রেলের সম্পত্তি ভাঙচুরে শাসকদলকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

আই-প্যাক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন মালব্যর ৩

কলকাতা ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ ১১ মাঘ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.01.2026, Vol.19, Issue No. 226, 8 Pages, Price 3.00

শর্মা-ঝড়ে সূর্যোদয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'ম্যাচ বাকি থাকতেই নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেললেন সূর্যকুমার যাদবরা। রবিবার গুয়াহাটিতে প্রথমে ব্যাট করে মিচেল স্যান্টনাররা ৯ উইকেটে ১৫৩ রান করেন। জবাবে ১০ ওভারেই ২ উইকেটে ১৫৫ রান ভারতের। এদিন আবার দুরন্ত খেললেন অভিষেক শর্মা। সঙ্গ দিলেন আগের ম্যাচেই ফর্মে ফেরা অধিনায়ক সূর্যও। অভিষেক-সূর্য জুটি ওভারে ১৫-১৬ রান করে তুলল অনায়াসে। ১৪ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করলেন অভিষেক। ৭টি চার এবং ৫টি ছক্কার সাহায্যে ২০ বলে ৬৮ রান করে অপরাজিত থাকলেন। সূর্য খেললেন ২৬ বলে ৫৭ রানের ইনিংস। মারলেন ৬টি চার, ৩টি ছক্কা। তাঁদের জুটিতে উঠল ১০২ রান। খেলা শেষ হয়ে গেল ১০ ওভারেই।

■ *কার্শিয়াংয়ের পাহাড়ি জঙ্গলে এবার এক জোড়া কালো চিতাবাঘের ছবি ক্যামেরাবন্দি হল। রবিবার সকালে এই ছবি প্রকাশ করেছে কার্শিয়াং বনবিভাগ। কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে জানান, কার্শিয়াংয়ের জঙ্গলে দু'টি 'ম্যালানিস্টিক লেপার্ড'-এর দেখা মিলেছে। এর আগেও একাধিকবার কালো চিতাবাঘের দেখা মিলেছিল, তবে তা জোড়া চিতা নয়। নজরদারির জন্য জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তাতেই একসঙ্গে দুটো কালো চিতার ছবি ধরা পড়েছে।*

ভোটার গণতন্ত্রের আত্মা, 'মন কি বাত' প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি: বছরের প্রথম 'মন কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর মুখে শোনা গেল কোচবিহারের বিনয় দাসের প্রশংসা। সেই সঙ্গে সাধারণতন্ত্র দিবস থেকে জাতীয় ভোটার দিবস, ভজনের নতুন রূপ, সব নিয়েই বললেন নিজের কথা। পাশাপাশি জানালেন, ভারতের অর্থনীতির অগ্রগতি হচ্ছে দ্রুত। তাই গুণমানের উপর জোর দেওয়ার কথা বললেন মোদী।

রবিবার ছিল জাতীয় ভোটার দিবস। এই দিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সে কথা মনে করিয়ে মোদী বলেন, 'আজ জাতীয় ভোটার দিবস। গণতন্ত্রের আত্মা হলেন ভোটাররা। সাধারণত ১৮ বছর বয়স হলে ওই ব্যক্তি ভোটার হন। মানুষের জীবনে এটা সাধারণ পর্যায় হলেও এটা বড় বিষয়, ভারতীয়দের জীবনে বড় মাইলফলক। এদেশে ভোটার হয়ে উদ্‌যাপন করা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' কেন্দ্রের উদ্যোগে তৈরি 'মাই-ভারত ভলান্টিয়ার'-কে চিঠিও দিয়েছেন মোদী। সেখানে লিখেছেন, ভোটদান শুধু সাংবিধানিক অধিকার নয়, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও। ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য নাগরিকদের কণ্ঠস্বর জোরালো করে ভোট। দেশের মানুষকে ভোটদানের আর্জি জানিয়েছেন।

সোমবার সাধারণতন্ত্র দিবস। সেই নিয়েও 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে কথা বলেছেন মোদী। তরুণ ভারতীয়দের উদ্যোগ (স্টার্ট আপ)-এর প্রসঙ্গও এসেছে মোদীর ভাষণে। তিনি জানিয়েছেন, এনআই, সেমিকন্ডাক্টর, স্পেস, নিউক্লিয়ার এনার্জি, বায়োটেকনোলজি; সব ক্ষেত্রেই ভারতীয়দের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য চিহ্ন রেখেছে। ভজনকে আধুনিক ভাবে পরিবেশন করা নিয়েও মন্তব্য করেছেন মোদী। তাঁর মতে, ভক্তিকে 'হালকা ভাবে' নেওয়া উচিত নয়। কোচবিহারে হাজার-হাজার গাছ পুঁতেছেন বিনয় দাস। রবিবার সেই বিনয়ের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, ছোট ছোট ব্যক্তিগত উদ্যোগ কী ভাবে পরিবেশ রক্ষায় বড় ভূমিকা গ্রহণ করে, বিনয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিনয়ের বাড়ি কোচবিহারের হাজরাপাড়ায়। তিনি রাজবাড়ির একজন আধিকারিক। গত ১৫ বছর ধরে তিনি গাছ লাগিয়ে চলেছেন। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার চারাগাছ লাগিয়েছেন তিনি। রক্ষা করেছেন বহু গাছ। সেই বিনয়ের প্রশংসা করলেন মোদী। পাশাপাশি, তিনি মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের গার্ড জগদীশপ্রসাদ আহিরওয়ারের প্রশংসা করেছেন।

> আজ জাতীয় ভোটার দিবস। গণতন্ত্রের আত্মা হলেন ভোটাররা। সাধারণত ১৮ বছর বয়স হলে ওই ব্যক্তি ভোটার হন। মানুষের জীবনে এটা সাধারণ পর্যায় হলেও এটা বড় বিষয়, ভারতীয়দের জীবনে বড় মাইলফলক। এদেশে ভোটার হয়ে উদ্‌যাপন করা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
>
> — নরেন্দ্র মোদী

'করুণ প্রহসন', নির্বাচন কমিশনকে তির মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডলে আরও একবার নিশানা করলেন নির্বাচন কমিশনকে। রবিবার এক বার্তায় তিনি লিখেছেন, 'ভারতের নির্বাচন কমিশন আজ জাতীয় ভোটার দিবস পালন করছেন এবং সেটাকে একটি করুণ প্রহসনের মতো দেখাচ্ছে। হিজ মাস্টার্স ভয়েস হিসেবে কমিশন এই মুহূর্তে মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করতে ব্যস্ত, এবং তাদের ঔদ্ধত্য হচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করার- আমি এতে স্তম্ভিত, বিস্মিত, বিচলিত।'

তিনি লেখেন, 'মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন করার পরিবর্তে এবং বিধি-নিয়ম অনুসারে মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার পরিবর্তে নির্বাচন কমিশন এখন লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সির নামে নতুন নতুন অজুহাত তৈরি করে চলেছে। মানুষকে অত্যাচার করা হচ্ছে, তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে! তাদের প্রভু বিজেপির হয়ে তারা বিরোধীদের ধ্বংস করতে চায় এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করতে চায়। এদেরই আবার সাহস হচ্ছে ভোটার দিবস উদযাপন করার!!'

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'নির্বাচন কমিশনকে বলি আপনারা মানুষকে অভূতপূর্ব অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, আপনাদের অত্যাচারের ফলেই এখনও পর্যন্ত ১৩০ জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন। আপনারা যেভাবে ৮৫, ৯০, ৯৫ বছরের মানুষকে ডেকে পাঠাচ্ছেন এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষকেও আপনাদের সামনে হাজির হতে বাধ্য করছেন, তা করার অধিকার কি আপনাদের আছে? এই বেআইনি চাপ ও নিগ্রহের ফলেই আত্মহত্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে এবং আপনারা এটা করছেন আপনাদের রাজনৈতিক প্রভুর নির্দেশে ও স্বার্থে। এটাকে আপনারা নাগরিকদের জন্য এনআরসি প্রক্রিয়া বানিয়ে তুলেছেন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও তপশিলি জাতি ও জনজাতির মানুষের জন্য এটা বিশেষ পীড়ার কারণ হয়েছে।'

সমাজমাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের উৎসব। কিন্তু আপনাদের পক্ষপাত-দুষ্ট আচরণ এবং একতরফা বেআইনি কাণ্ডকারখানা, মাইক্রো অবজার্ভার প্রভৃতিদের দলে দলে পাঠিয়ে সেই নিগ্রহ বৃদ্ধি এবং মানুষকে দলে দলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া পরিণতিতে আমাদের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। ভোটার দিবস পালনের কোনও অধিকার আপনাদের আজ নেই।'

> ভারতের নির্বাচন কমিশন আজ জাতীয় ভোটার দিবস পালন করছেন এবং সেটাকে একটি করুণ প্রহসনের মতো দেখাচ্ছে। হিজ মাস্টার্স ভয়েস হিসেবে কমিশন এই মুহূর্তে মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করতে ব্যস্ত, এবং তাদের ঔদ্ধত্য হচ্ছে জাতীয় ভোটার দিবস পালন করার- আমি এতে স্তম্ভিত, বিস্মিত, বিচলিত।
>
> — মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র তালিকা প্রকাশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশের পর অবশেষে শনিবার গভীর রাতে রাজ্যের 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' তালিকায় থাকা ভোটারদের নাম নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, অনলাইন তালিকা প্রকাশ হলেও সাধারণ মানুষের কাছে তা পুরোপুরি পৌঁছতে কিছুটা সময় লাগবে।

গত ১৯ জানুয়ারি শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, শনিবারের মধ্যেই গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, ব্লক অফিস ও শহরের ওয়ার্ড অফিসগুলিতে 'যৌক্তিক অসঙ্গতি' তালিকাভুক্ত ভোটারদের নাম টাঙাতে হবে। কিন্তু বাস্তবে সেই নির্দেশ কার্যকর করতে সমস্যায় পড়ে কমিশন। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত বুথ লেভেল অফিসারদের কাছে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার না পৌঁছনোয় অনিশ্চয়তা তৈরি হয় বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

এখন ওয়েবসাইটে তালিকা প্রকাশিত হওয়ায় জেলা নির্বাচনী আধিকারিকরা তা ডাউনলোড করে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে টাঙাতে পারবেন। এর আগে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জানিয়েছিল, রাজ্যের প্রায় ১.২৫ কোটি ভোটারের নাম এই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' তালিকায় রয়েছে।

কমিশনের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'যেসব ভোটারকে এখনও সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায়নি বা যাদের নথিতে অসঙ্গতি রয়েছে, তাঁদের নামই প্রকাশ করা হয়েছে।' জানা গেছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে বংশগত সংযোগ যাচাই করতে গিয়ে বাবা-মায়ের নামের অমিল কিংবা ভোটারের সঙ্গে অভিভাবকদের বয়সের পার্থক্য ১৫ বছরের কম বা ৫০ বছরের বেশি হলে তা অসঙ্গতি হিসেবে ধরা হয়েছে।

শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত পর্যবেক্ষণে বলেন, 'এটি একটি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই পরিচালিত প্রক্রিয়া। স্বচ্ছতা বজায় রেখে সময়মতো তা সম্পন্ন করাই মূল লক্ষ্য।' আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ভোটারদের অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে নথি জমা দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময়ের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও পর্যাপ্ত কর্মী মোতায়েনের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র; উভয় সরকারকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

'মিথ্যা ভাষ্য'

■ জাতীয় ভোটার দিবসের অনুষ্ঠান ঘিরে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে তুমুল অশান্তির পরিবেশ। রবিবারের অনুষ্ঠানে একাধিক কারণে তাল কাটল। তবে সবচেয়ে চর্চিত হয়ে রইল রাজ্যে এসআইআর পদ্ধতি নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের একটি মন্তব্য। এদিন ভার্চুয়াল কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জ্ঞানেশ কুমার মন্তব্য করেন, 'এসআইআর নিয়ে মিথ্যা ভাষ্য তৈরি করা হচ্ছে বাংলায়।' এরপরই অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতিনিধি তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে উঠে ওই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁকে সমর্থন জানান তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও। এনিয়ে কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতিতে। এছাড়া বিএলও-দের পুরস্কৃত করা থেকে শুরু করে বিএলও ও আমজনতার মৃত্যু-সহ একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। যা নজিরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে।

শুভেচ্ছা ও ছুটি

৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে 'একদিন' পত্রিকার সমস্ত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদপত্র বিক্রেতা, এজেন্ট ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ ছুটি থাকায় ২৭.০১.২৬ পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না।

যুবক খুন

■ বাংলাদেশে অব্যাহত সংখ্যালঘু নিধন। এবার নরসিংদীতে এক যুবককে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ উঠল কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে যুবককে খুন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত মাসেই সংখ্যালঘু যুবক দীপু দাসকে পুড়িয়ে খুন করা হয়। সেই স্মৃতিই যেন আবার ফিরল। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত যুবকের নাম চঞ্চল চন্দ্র ভৌমিক (২৩)।

40 Years Fuelling the Nation, Greening the Future

SECL South Eastern Coalfields Limited

সম্মানিত বঙ্গ একাদশ, 'ইন্ডাস্ট্রি'র মুকুটে পদ্মশ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংস্কৃতি থেকে চিকিৎসা- বাংলার কৃতিত্বে জাতীয় স্বীকৃতি। পশ্চিমবঙ্গের সৃজন, সাধনা ও সমাজসেবার দীর্ঘ যাত্রাও এবার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মুকুটে। ২০২৬ সালের পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপকদের তালিকায় এক উজ্জ্বল অধ্যায় যোগ করল পশ্চিমবঙ্গ। সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্পকলা ও চিকিৎসা- বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরলস অবদান রাখা মোট এগারো জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই বছর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হলেন। তাঁদের কাজ শুধু নিজ নিজ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজ ও সংস্কৃতির ভিতকেও শক্ত করেছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

প্রথামতো সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে এবছরের পদ্মসম্মানপ্রাপকদের নাম ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এবছর পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী পাচ্ছেন মোট ১৩১ জন। তাঁদের মধ্যে ১১ জন বঙ্গভাষী ও বঙ্গবাসী রয়েছেন। তবে, এই ১১ জনের প্রত্যেকেই পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের কেউ এবারের পদ্মবিভূষণ ও পদ্মভূষণ প্রাপকের তালিকায় স্থান পাননি।

শব্দ, সুর আর সেবায় যাঁরা গড়েছেন সময়কে, তাঁদের মধ্যে অশোককুমার হালদার, সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের অবদানের জন্য পদ্মশ্রী পাচ্ছেন। শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিক মূল্যবোধ

জোরদার করাই তাঁর কাজের মূল সুর। গম্ভীর সিং ইয়োনজোনে, সাহিত্য ও শিক্ষা জগতে পাহাড়ি সংস্কৃতিকে জাতীয় পরিসরে তুলে ধরার জন্য সম্মানিত হলেন।প্রয়াত শিল্পী হরিমাধব মুখোপাধ্যায় (মরণোত্তর) তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে বাঙালি শিল্পভাবনাকে নতুন ভাষা দেওয়ার জন্য পদ্মশ্রী সম্মান পেলেন।

চিত্র ও শিল্পকলায় অনন্য অবদানের জন্য স্বীকৃতি পেলেন জ্যোতিষ দেবনাথ, যাঁর কাজ বারবার প্রশ্ন তুলেছে সমাজের কাঠামো নিয়ে। কুমার বোস, শিল্পকলায় নিজস্ব ধারার নির্মাণ করে দীর্ঘ দিন ধরে শিল্পচর্চার পরিসরকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন কাজের জন্য পদ্মশ্রী পাচ্ছেন মহেন্দ্রনাথ রায়; যাঁর লেখনী শিক্ষার সামাজিক দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরেছে।

চলচ্চিত্র ও অভিনয় শিল্পে কয়েক দশকের প্রভাবশালী উপস্থিতির জন্য সম্মানিত হলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যিনি বাঙালি চলচ্চিত্রকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত করেছেন। সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের জীবন ও ভাষাকে তুলে ধরার জন্য পদ্মশ্রী পাচ্ছেন রবিলাল টুডু। চিকিৎসাক্ষেত্রে মানবিক ও সমাজমুখী পরিষেবার জন্য স্বীকৃতি পেলেন সরোজ মণ্ডল, যাঁর কাজ প্রত্যন্ত এলাকার স্বাস্থ্যব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

শিল্পকলায় মৌলিক সৃজনশীলতার জন্য সম্মানিত হলেন তরুণ ভট্টাচার্য, যাঁর কাজ আধুনিক শিল্পভাবনার নতুন দিগন্ত খুলেছে। লোকসংগীত ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মেলবন্ধনে আজীবন সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে পদ্মশ্রী পাচ্ছেন তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 19/01/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 1097 নং এফিডেভিট বলে আমি Mufti Faridullah S/o. Mufti Lutifullah, R/o. Furfura, Jangipara, Hooghly-712706, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Mufti Md Fahimullah (Old Name) নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mufti Fahimullah (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছে। আমার পুত্র Mufti Fahimullah & Mufti Md Fahimullah (actual D.O.B. 24/02/2011) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম -পদবী

গত 13/01/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 37 নং এফিডেভিট বলে আমি Ram Pati Rajbhar ও Ram Patia Rajbhar W/o. B. Rajbhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Hanufa Bibi, D/o. Sekh Atarali, R/o- Vill. Dhanirampur, Dhobapara, PS-Sagarpara, Dist- Murshidabad. My father Sekh Atarali & Atahar Ali & Atarali Seikh & Atar Ali same and one identical person vide affidavit befor 1st class J.M. Berhampore, Murshidabad.Dt-20/01/2026.

নাম -পদবী

গত 19/01/2026 তারিখে S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 1090 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Ujir Ali S/o. Sk Yakub Ali, সাং ফুরফুরা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৭০৬, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk Basir Ali) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 310, dated 02/11/2001) আমার/পুত্রের পিতার সঠিক নাম Sk Ujir Ali-এর পরিবর্তে Ujir Ali ও আমার স্ত্রী/পুত্রের মাতার সঠিক নাম Sahanara Begam-এর পরিবর্তে Anoyara Begam লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি/পুত্রের পিতা Sk Ujir Ali ও Ujir Ali এবং আমার স্ত্রী/পুত্রের মাতা Sahanara Begam ও Anoyara Begam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 19/01/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 1114 নং এফিডেভিট বলে আমি Latifanesa Sk (old name) W/o. Sayed Ali Sekh, R/o. Toralpur, Mundalika, Jangipara, Hooghly-712404, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Latifanesa Sk নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Lotipannesha (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Latifanesa Sk & Lotipannesha W/o. Sayed Ali Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sanaul Ali Sekh.

নাম -পদবী

গত 19/01/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 1092 নং এফিডেভিট বলে আমি Quazi Ramiz Ahmed S/o. Abul Quasem Md Aminul Islam R/o. Furfura, Jangipara, Hooghly-712706, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdul Quaswm Mohammed Aminul Islam, A Q Md Aminul Islam & Abdul Quasem Mohammed Aminul Islam (Old name) নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abul Quasem Md Aminul Islam (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছেন। আমার পিতা Abdul Quaswm Mohammed Aminul Islam, A Q Md Aminul Islam & Abdul Quasem Mohammed Aminul Islam & Abul Quasem Md Aminul Islam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, **Hena Parvin,** W/o, Imteyaz Ahmed R/o, 5/2/H/26, Bhukailash Road, near Banwari Singh Mart, P.O. - Khiderpore, P.S. - Ekbalpore, Kolkata - 700023 have changed my name and shall henceforth be known as Hena Parveen as declared before the LD 1st Class Judicial Magistrate at Alipore Court, Kolkata vide Affidavit No. 10112 dated 22.01.2026. That **Hena Parvin** and **Hena Parveen** both are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি **Manik Malik,** পিতা Ratan Malik, ঠিকানা-: গ্রাম-মাদপুর, পোস্ট- মহিষগড়িয়া , থানা-ধনিয়াখালি, জেলা-হুগলি, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, Pin-712402, আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে **Manik Malik** পিতা Ratan Malik ও **Mani Malik** পিতা Ratan Malik একই ব্যক্তি, যাহা Ist class Judicial Magistrate Hooghly at chinsurah নিকট হইতে 23/12/2025 তারিখের Affidavit বলে ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণদের জানানো যাইতেছে যে মূল দলিল যাহা এস.আর. বারাসাত অফিসে ১৯৭৬ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ০৪৪৮৮/ ১৯৭৬, বুক নং-০১, ভল্যুম নং- ৫৫, পাতা ১৬৮-১৭৫ (যেখানে ভুপেন্দ্রনাথ মৈত্র বিক্রেতা এবং নন্দদুলাল ব্যানার্জী এবং অন্যান্য ক্রেতাগন, জমির পরিমান ১৭.১২৫ ডেসিমেল) এবং একই অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত, যাহার দলিল নাম্বার ০৪৪৮৯/ ১৯৭৬, বুক নং-০১, ভল্যুম নং- ৫৫, পাতা ১৭৬-১৮৩ (যেখানে ভুপেন্দ্রনাথ মৈত্র বিক্রেতা এবং দেবব্রত ব্যানার্জী এবং অন্যান্য ক্রেতাগন, জমির পরিমান ১৭.১২৫ ডেসিমেল) উভয় দলিলের জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে বারাসাত, থানা- মধ্যমগ্রাম, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার অন্তর্গত, বিভাগ নং-১৩, হোল্ডিং নং-০৬(পুরাতন) এবং ১৯(পার্ট) এবং ২০ (নতুন), চণ্ডীগড় মেন রোডের অধীন, মৌজা-চক্রঘাটার সামিল, জে.এল. নং.-২৬, তৌজি নম্বর- ১৪৬, পরগনা-আনোয়ারপুর, ব্লক-বারাসাত-২, আর.এস. দাগ নাম্বার-৯০, জমি বাংলা মাপে ৩৪.২৫ ডেসিমেল যাহা আমার মক্কেল দেবব্রত ব্যানার্জী হারাইয়া ফেলেছেন এবং সেটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি জি.ডি.ই. ১৬.০১.২০২৬ তারিখে শ্রীরামপুর থানায় রুজু করা হইয়াছে, যাহার নং-১১০৪ এবং একটি হলফনামা (এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চুঁচুড়া কোর্ট হুগলী, যাহার নং-৬০, তারিখ ২১.০১.২০২৬) জমা করেছেন। যদি কোনও ব্যক্তির বা সংস্থার উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বত্বের অধিকার থাকে বা উক্ত দলিলে কোনও দাবি থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি থেকে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে নিচে উল্লেখিত ব্যক্তির সঙ্গে তথ্য প্রমান সহিত যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় মনে করা হবে সম্পত্তিতে কোনো দায় নেই এবং তৎপর কোনো দাবি স্বীকৃত হবে না।

শুভ্রজিৎ দত্ত
অ্যাডভোকেট
চুঁচুড়া কোর্ট
মোবাইল নং-৭০০৩৪৩১৭৬১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬শে জানুয়ারি। ১২ই মাঘ। সোমবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তরী কেতুর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি: অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(শুভ কর্ম্ম - প্রজাতন্ত্র দিবস বা সাধারণতন্ত্র দিবস, শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের তিরোভাব দিবস)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জগদ্দলে যুবক খুনে মূল অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দলের মেঘনা মোড় সন্নিহিত ১৮ নম্বর গলিতে শুক্রবার এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে। মৃত যুবক ইশতিয়াক আহমেদ ওরফে বাবলু নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়ার পানিট্যাঙ্ক এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। মৃতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ আজাদ আলি, রাজু হাঁড়ি ও জিৎ ঘোষাল নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও বাকিরা এখনও অধরা। শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ঘটনায় জড়িত নমিত সিং, মৃত্যুঞ্জয় সিং-সহ ২৪ জনের নামের তালিকা তুলে ধরেন। এমনকী ঘটনায় জড়িতদের তিনি কঠোর শাস্তির দাবিও করেছেন। রবিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি তিনি অভিযোগ করেন, যুবক পিটিয়ে খুনে মূল অভিযুক্ত নমিত সিং-কে আড়াল করার চেষ্টা চলছে। শনিবার বিধায়কের গাড়িতে করে ওকে গারুলিয়া থেকে তুলে নিয়ে টিটাগড়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এটা সবাই জানে। অথচ পুলিশ নাকি জানেই না। তাঁর কটাক্ষ, আসলে রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকায়। তাঁর দাবি, অসামাজিক কার্যকলাপের মাথায় শাসকদলের কিছু লোকজন থাকলে, তখন পুলিশের ভূমিকা হয়ে যায় ঠিক ঠুঁটো জগন্নাথের মতো। স্বভাবতই, খুনে মূল অভিযুক্তকে পুলিশ ধরছে না। প্রাক্তন সাংসদ জানান, মৃতের পরিবার যদি আইনি সাহায্য নিতে চান তাহলে তিনি আইনি সাহায্য দিতে রাজি আছেন। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, মুসলমানরা তাঁদের ভোট দেবে না। এটা নিশ্চিত। তথাপি একজন নিরীহ যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। তাই ওই পরিবারকে তিনি আইনি সাহায্য দিতে চাইছেন। তাঁর অভিযোগ, ২০২৫ সালের ২৬ মার্চ মেঘনা মিল গেটে গন্ডগোলে সিসিটিভি ফুটেজে নমিতকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তাক করতে দেখা গিয়েছে। সেদিন সাদ্দাম হোসেন নামে একজনের পায়ে গুলি লেগেছিল। সেই গুলিটা চালিয়েছিল নমিতই। তা সত্ত্বেও পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করেনি। প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, ইশতিয়াক খুনে প্রকৃত অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ নাটক করছে। তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা খুব খারাপ।

এই সরকারকে বিজেপি নয়, ধ্বংস করেছে ভাইপো ও আইপ্যাক

উত্তর হাওড়ার মঞ্চ থেকে তৃণমূলকে ‘ভূতের সরকার’ আখ্যা বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: উত্তর হাওড়ায় বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত ‘অটল সম্মান’ অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে রাজ্য রাজনীতিকে কেন্দ্র করে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা বিপ্লব দেব। রবিবারের এই সভায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে তিনি কটাক্ষ করে ‘ভূতের সরকার’ বলে অভিহিত করেন। বক্তৃতায় বিপ্লব দেব স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এই সরকারকে বিজেপি ধ্বংস করেনি। একে শেষ করে দিয়েছে ভাইপো আর আইপ্যাক। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে মুহূর্তেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল শুরু হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের দিকে সরাসরি আঙুল তুলে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো ও রাজনৈতিক স্থিতি আজ ভেঙে পড়েছে, যার খেসারত দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

সভা মঞ্চ থেকে তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শাসন ব্যবস্থার ভিত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে এবং জনস্বার্থের বদলে ক্ষমতার অন্দরকূটনীতিই এখন রাজনীতির চালিকাশক্তি। তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষের সুর স্পষ্ট ছিল। ‘অটল সম্মান’ অনুষ্ঠানে বিজেপির রাজ্য ও জেলা স্তরের একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন। বিজেপি নেতা রাহুল সিং সহ অন্যান্য নেতৃত্ব কেন্দ্রের সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথাও সভায় তুলে ধরেন।

কেলেঙ্কারির গন্ধ পাচ্ছি, ভোটের মুখে বিস্ফোরক ইঙ্গিত অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের উত্তাপ বাড়তেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন জল্পনার আগুন জ্বালালেন প্রাক্তন বিচারপতি ও বর্তমান বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবার ‘পশ্চিমবঙ্গ ঐক্যবদ্ধ ছাত্র যুব সমাজ সংগঠন’-এর ডাকা সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন; খুব শিগগিরই সামনে আসতে পারে এক বড় কেলেঙ্কারি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জোর দিয়ে বলেন, তিনি কোনও দলের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, একজন নাগরিক হিসেবে সেখানে উপস্থিত। তাঁর কথায়, যাঁরা সক্রিয় রাজনীতিতে নেই, তাঁদেরও সরকারের পাশে থাকা-না থাকার বিষয়ে মত প্রকাশ করা দরকার। তবে বক্তব্যের সুর ছিল স্পষ্টতই সরকার-বিরোধী।

আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, এই সরকার আর একদিনও ক্ষমতায় থাকার যোগ্য নয়। আইনত থাকলেও বাস্তবে জনগণের আস্থা হারিয়েছে। এখানেই থামেননি তিনি। অভিজিতের দাবি, কয়েকদিনের মধ্যেই যদি সেই কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসে, তাহলে ৭২ ঘণ্টার বন্ধ হওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ও রাষ্ট্রপতি শাসন জারি না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ চলুক। সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের তরফে জানানো হয়, ছাত্র ও যুব সমাজের অধিকার রক্ষাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হলে বেকারত্বের মতো সমস্যার সমাধানের পথ খুলবে; এমনই মত উঠে আসে মঞ্চ থেকে।

রবিবার উত্তর কলকাতা বিজেপির কাশীপুর বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডল-১ এর ৪ নম্বর ওয়ার্ডে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠান শুনলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন রীতেশ তিওয়ারী, অমিতাভ রায়, জেলা সভাপতি তমঘ্ন ঘোষ, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, ভোলা প্রসাদ সোনকর, গৌতম সরকার, মণ্ডল সভাপতি অমিত কুর্মী সহ অন্যান্য।

আজ নীল ও হলুদ লাইনে কম পরিষেবা, সময়সূচিতে আংশিক বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রজাতন্ত্র দিবসে কলকাতা মেট্রোর চলাচলে আসছে পরিবর্তন। আজ শহরের দুই ব্যস্ত রুট;নীল ও হলুদ লাইনে পরিষেবা সংখ্যা কমানো হচ্ছে। মেট্রো রেল সূত্রের বক্তব্য, উৎসবের দিনে যাত্রী চাহিদা ও পরিচালনাগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনেই পরিষেবা দেওয়া হবে। নীল লাইনে আজ মোট ১৮২টি ট্রেন চলবে;উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী মিলিয়ে সমান সংখ্যক। স্বাভাবিক দিনের তুলনায় এই সংখ্যা কম। নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর অংশে অতিরিক্ত চারটি উর্ধ্বমুখী ট্রেন চালানো হবে। প্রথম ট্রেনগুলি যথারীতি ভোর সাড়ে ছ’টার পরেই যাত্রা শুরু করবে। তবে রাতের শেষ পরিষেবায় সামান্য পরিবর্তন থাকছে। দক্ষিণেশ্বর ও শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের মধ্যে শেষ ট্রেনের সময় কয়েক মিনিট এগিয়ে আনা হয়েছে। হলুদ লাইনে চলবে মোট ৯২টি পরিষেবা। এখানেও সকালবেলার প্রথম ট্রেনের সময় অপরিবর্তিত থাকলেও, রাতের শেষ ট্রেন দু’দিকে কয়েক মিনিট আগে ছাড়বে। নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর এবং উল্টো দিকের যাত্রীদের এই পরিবর্তিত সময় মাথায় রেখে যাত্রা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বেগুনি ও কমলা লাইনে প্রজাতন্ত্র দিবসে স্বাভাবিক দিনের মতোই ট্রেন চলবে। ফলে ওই দুই রুটের যাত্রীদের আলাদা করে কোনও অসুবিধার আশঙ্কা নেই।

১৭ ঘণ্টা সেতু বন্ধের জেরে যাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার সকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের কারণে দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে চলাচলকারী যাত্রী এবং মালবাহী যানবাহন সবাইকে বিকল্প ঘুরপথ ব্যবহার করতে বাধ্য হতে হয়।

ব্রিজ বন্ধ থাকায় হাওড়া ব্রিজ, নিবেদিতা সেতু ও বালি ব্রিজে বিশাল যানজট তৈরি হয়। যাত্রীদের অভিযোগ, বিকল্প রুটে গাড়ি চলাচল অত্যন্ত ধীরগতিতে থাকায় অফিস, স্কুল ও অন্যান্য গন্তব্যে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়। ডানকুনি ও কোলাঘাটমুখী রুটে মালবাহী যানবাহনের ভিড় আরও পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সেতু বন্ধ থাকার আগে পর্যাপ্ত তথ্য দেওয়া হয়নি। ঘুরপথে ভিড় এত বেশি যে হাঁটাতেও সময় লাগে। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্সের সূত্রে জানা গেছে, সেতুর কেবল বদলের কাজ দ্রুত ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন করতে এই দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। যদিও প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে যাত্রীদের যাতে ক্ষতি কম হয়, তার জন্য ঘুরপথে যথাসম্ভব সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তবে ভিড় ও অপ্রত্যাশিত জটিলতার কারণে যাত্রীরা দিনভর দুর্ভোগে ছিলেন।

নির্বাচনী স্বচ্ছতা নিয়ে ইসিকে কাঠগড়ায় তুললেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে ফের তীব্র প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ এবং নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব লিখিত বার্তা থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়সীমা; ২৪ জানুয়ারি পেরিয়ে গেলেও ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’-র তালিকা প্রকাশ না হওয়াকে তিনি গুরুতর ব্যর্থতা বলে আখ্যা দেন। অভিষেকের বক্তব্যে উঠে আসে একাধিক বিস্ফোরক ইঙ্গিত। তাঁর দাবি, যে সফটওয়্যার নাকি ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের ঠিক পরেই এক ঘণ্টার মধ্যে সাত কোটিরও বেশি এনুমারেশন ফর্ম বিশ্লেষণ করে ‘অসঙ্গতি’ খুঁজে বের করতে পারে, সেই একই ব্যবস্থা আজ হঠাৎই কেন নিশ্চুপ? তাঁর মতে, দ্রুত শনাক্তকরণ সম্ভব হলে তালিকা প্রকাশে এত বিলম্বের কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই।

তিনি আরও বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা; কোথাও বাধ্যতামূলক তালিকা টাঙানো হয়নি। তাহলে আদৌ কী গোপন রাখা হচ্ছে? নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তিনটি প্রশ্ন স্পষ্টভাবে ছুড়ে দেন অভিষেক; কী লুকোতে চাইছে কমিশন, শনাক্ত হলে প্রকাশে দেরি কেন, এবং কমিশন কি সত্যিই যুক্তি খুঁজছে, নাকি অসঙ্গতিই আড়াল করছে?

এই অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষায় কমিশনের অবিলম্বে জবাব ও স্বচ্ছ পদক্ষেপের দাবি জোরালো হচ্ছে।

কুমারগঞ্জে মাইক্রো অবজার্ভারের উপর হামলা, গণতন্ত্রের মুখে প্রকাশ্য আঘাত

শমীক ভট্টাচার্যের তীব্র নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কুমারগঞ্জের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি লেখেন, আজ যা ঘটেছে, তা কেবল একজন মাইক্রো অবজার্ভারের উপর শারীরিক আক্রমণ নয়, বরং গণতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মুখে প্রকাশ্য চড়। সরকারি বিডিও অফিসের অভ্যন্তরে, প্রশাসনিক নিরাপত্তার পরিসরে একজন নির্বাচন পর্যবেক্ষককে চড় মারা হয়েছে; যিনি নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, কিছুদিন আগে ফারাক্কায় এসআইআর-এর বিরোধিতা করে বিধায়ক মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিডিও অফিসে ভাঙচুর করা হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনা স্পষ্ট করে দেয় যে, তৃণমূল শাসনে প্রশাসন আজ ভীত, অসহায় এবং শাসকদলের দাসে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও যোগ করেন, যদি এমন হামলা সরকারি অফিসের মধ্যেই সম্ভব হয়, সাধারণ ভোটারের নিরাপত্তা কোথায়? শমীক দৃঢ়ভাবে অভিযোগ করেন, এই হামলা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং তৃণমূলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ। ভয় দেখানো, হুমকি ও আক্রমণ; এই রাজনীতি। প্রশাসন নীরব থাকার মাধ্যমে এই আচরণকে অনুমোদন দিচ্ছে। তিনি সতর্ক করেছেন, আজ আক্রান্ত মাইক্রো অবজার্ভার, কাল আক্রান্ত হবে ভোটার, পরশু আক্রান্ত হবে গণতন্ত্র নিজেই। তৃণমূলের এই সংস্কৃতিকে তিনি সরাসরি লক্ষ্য করে বলেন, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। তা না হলে স্পষ্ট হয়ে যাবে; এই রাজ্যে আইন নয়, শাসন করছে শাসকদলের গুন্ডারা।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নতুন নির্দেশ, ২০ হাজার বুথের তালিকা রাজ্যে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের প্রস্তুতি আরও শক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যকে দিয়েছে ২০ হাজার ভোটার বুথের তালিকা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে কড়া নির্দেশনা দিয়েছে ইআরওদের নাম দ্রুত প্রকাশের জন্য। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তালিকা ধাপে ধাপে বিতরণ করা হবে এবং প্রতিটি জেলা পর্যায়ে যাচাই করা হবে। সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, ভোটারদের তথ্যের স্বচ্ছতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। কোনো ত্রুটি থাকা চলবে না। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি তালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে নির্বাচনী সূত্রে খবর, শনিবার রাতের মধ্যে বুথভিত্তিক লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি তালিকা প্রস্তুত হবে এবং ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশিত হবে। এতে প্রায় ৯৪ লক্ষ ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করেছে, কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও ডিইওদের সঙ্গে যৌথভাবে তা দ্রুত সমাধান করা হবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজ্যে নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও ভোটার আস্থা আরও দৃঢ় করা হবে। রাজ্যের ভোটাররা আশা করছেন, এই নতুন ব্যবস্থা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

পরিষেবা বিপর্যয়, প্রশাসনিক উদাসীনতা, বালি পুরসভাকে বিজেপির ‘চার্জশিট’

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালি: বালি পুরসভার নানা ব্যর্থতা নিয়ে সরব হল বিজেপি। পরিষেবা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ তুলে শনিবার বালি মণ্ডল ১ ও ২-এর উদ্যোগে প্রেস কনফারেন্সে চার্জশিট পেশ করা হয়। বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, উল্লিখিত সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনসূচি গ্রহণ করতে চলেছে। বেলুড় স্টেশনের আশেপাশের কয়েকটি ওয়ার্ডে দীর্ঘ এক বছর ধরে জল জমার সমস্যা মোকাবিলা করতে পারছে না স্থানীয়রা। বিজেপি দাবি করছে, এটি তাদের আন্দোলনের মূল ইস্যু হবে। এছাড়াও, নিস্কো কারখানার জমিতে প্রতিশ্রুত বেলুড় ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল পার্ক এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। বালি কেদারনাথ আরোগ্য ভবন শতবর্ষেও জর্জরিত অবস্থায় আছে, অভিযোগ তোলে বিজেপি। রাস্তাঘাটের খারাপ অবস্থা, রাতের বেলি-হাওড়া বাস সংযোগের অভাব, বেআইনি নির্মাণ ও বহুতলের বাড়বাড়ন্ত; এসব বিষয়ও চার্জশিটে অন্তর্ভুক্ত। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং স্বচ্ছ ভারত মিশনের অর্থ তছরুপের ঘটনাও তারা আলোচনায় এনেছে। বালি পুরসভার দুই কোটি টাকার ভুয়ো বিলের দুর্নীতির ঘটনায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর হেনস্তার বিষয়টিও বিজেপি নজরে এনেছে। প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য এবং হুগলির পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১২ মাঘ ১৪৩২ সোমবার

জাতীয় সম্পত্তি লুঠ, পুলিশ দর্শক, আর কত?

রেলের সম্পত্তি ভাঙচুরে শাসক দলকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় সম্পত্তিতে ধারাবাহিক হামলার অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকার ও শাসকদলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে সাহস পেয়ে ওঠা দেশবিরোধী শক্তিকে পুলিশ-প্রশাসনের ছাড়পত্রই আজ রেলকে টার্গেট বানিয়েছে। শুভেন্দুর বক্তব্যে উঠে আসে ২০১৯-পরবর্তী সময়ের একের পর এক ঘটনার প্রসঙ্গ। তাঁর দাবি, অ্যান্টি-সিএএ বা অ্যান্টি-ওয়াকফ আন্দোলনের নামে সামসি, ধুলিয়ান, সামসেরগঞ্জ, রেজিনগরের মতো স্টেশনে আগুন, ট্রেন ও লাইনে ভাঙচুর; সবই করদাতার টাকায় তৈরি সম্পত্তির উপর হামলা।

তিনি বলেন, যাত্রীদের নিরাপত্তা ও দৈনন্দিন যাতায়াতের তোয়াক্কা না করেই এই তাণ্ডব চালানো হয়েছে। বেলডাঙার সাম্প্রতিক অশান্তিকে তিনি ডেজা ভু আখ্যা দিয়ে বলেন, আবারও বাধা আর ভাঙচুর; আর পুলিশ নীরব দর্শক। তাঁর অভিযোগ, সামনে থেকে তৃণমূলের মদত আর আড়াল থেকে নিষিদ্ধ সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শক্তিগুলি সক্রিয়। শুভেন্দু আরও বলেন, হিংসাকে বৈধতা দিতে জাতীয় পতাকাকেও প্রপস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্ধমান রেল জংশনে এসআইআর-বিরোধী আন্দোলনের নামে পরিষেবা ব্যাহত করার ঘটনায় তিনি অবিলম্বে এফআইআরের দাবি জানান। কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তাঁর মন্তব্য, অপরাধীদের ছেড়ে দিলে আদালতের দ্বারস্থ হব। যথেষ্ট হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

‘আমি মন্ত্রী নই, একজন ভোটার’

জাতীয় ভোটার দিবসে লাইনে দাঁড়িয়ে শুনানিতে শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’র নোটিসে এবার তলব রাজ্যের হেভিওয়েট মন্ত্রীকেই। নারী ও শিশু এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজাকে রবিবার উত্তর কলকাতার কেশব ভবনে হাজিরার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভিআইপি প্রোটোকলের ছায়া এড়িয়ে তিনি বেছে নেন সাধারণ নাগরিকের পথ; নথিপত্র হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় ভোটার দিবসে সেই ছবি ঘিরেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে শুরু হয় আলোচনা। সংবাদমাধ্যমের সামনে মন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, গ্রামের মানুষ যদি ২০-৩০ কিলোমিটার দূর থেকে এসে লাইনে দাঁড়াতে পারেন, তাহলে আমি কেন পারব না? আমি এখানে মন্ত্রী হিসেবে নয়, একজন ভোটার হিসেবে এসেছি। তাঁর কথায়, আলাদা চেয়ার বা বিশেষ খাতিরদারির প্রয়োজন নেই।

শশী পাঁজার দাবি, ২০০২ সাল থেকে তিনি ওই ঠিকানার ভোটার। আমার শ্বশুর অজিত পাঁজা সহ পরিবারের সবাই বহু বছর ধরে এখানেই ভোট দিচ্ছেন। তবু আমাকে ‘সন্দেহজনক’ তালিকায় ফেলা হয়েছে, অভিযোগ তাঁর। নিজের দাবির পক্ষে তিনি ২০০২ সালের ভোটার তালিকার হার্ড কপি, আইসিএসই ও আইএসসি সার্টিফিকেট সঙ্গে এনেছেন বলেও জানান।

তবে এই তলবকে তিনি নিছক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, সাধারণ মানুষের হয়রানি বলেই দেখছেন। মন্ত্রীর ভাষায়, যে সফটওয়্যার দিয়ে তালিকা যাচাই হচ্ছে, তাতেই গলদ। জাতীয় ভোটার দিবসে ভোটারদের এভাবে প্রমাণ দিতে বাধ্য করা কি শোভনীয়? তবে বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র দেবজিত সরকার বলেন, এটা কোনও বিশেষ হয়রানি নয়, সম্পূর্ণ রুটিন আইনি প্রক্রিয়া। যেমন নিরাপত্তার খাতিরে বিমানবন্দরে ভিআইপিদেরও নিয়ম মানতে হয়। তাঁর অভিযোগ, সাধারণ নাগরিকের মতো হাজিরাকে সামনে রেখে সহানুভূতি আদায়ের রাজনীতি করা হচ্ছে। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা বনাম নাগরিক হয়রানি; এই দ্বন্দ্বেই জাতীয় ভোটার দিবসে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কে ঘি পড়ল।

আই-প্যাক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন মালব্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আই-প্যাক সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপানউতোর। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য। তাঁর অভিযোগ, যে সংস্থা ইডি-র নজরদারিতে, তাকে রক্ষা করতে মুখ্যমন্ত্রীর এই তৎপরতা স্বাভাবিক নয়। মালব্যর দাবি, ২০২১ সালে একটি অস্তিত্বহীন রোহতক-ভিত্তিক সংস্থা থেকে আই-প্যাক যে ১৩.৫০ কোটি টাকার ‘আনসিকিউর্ড লোন’ পেয়েছে বলে খবর সামনে এসেছে, তা অত্যন্ত গুরুতর। তাঁর কথায়, এই অর্থের উৎস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতা বহু প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, তহবিলের উৎস, লেনদেনের স্বচ্ছতা এবং উঠে আসা অনিয়ম; সবকিছু মিলিয়ে বিষয়টি কাকতালীয় বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। মালব্যর মতে, এখানে কারও বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ নয়, প্রশ্নটা নৈতিকতা ও জবাবদিহির। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দাবি করেন, ইডি-কে ভয় বা পক্ষপাত ছাড়া অর্থের গতিপথ শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে হবে। তাঁর মন্তব্যে ইঙ্গিত, এই তদন্তের ফল রাজ্যের শাসনব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাঘেই বসন্তের ছোঁয়া, শীত বিদায়ের পথে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কুয়াশার আড়ালে রবিবারের পারদ ঊর্ধ্বমুখী, জানাল আলিপুর। মাঘের মাঝামাঝিতেই রাজ্যের আবহাওয়ায় স্পষ্ট বসন্তের আভাস। শীতের তীব্রতা কার্যত ঝিমিয়ে পড়েছে। ভোর বা গভীর রাতে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হলেও দিনের বেলায় কনকনে শীতের কোনও উপস্থিতি নেই। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের মতে, শীত ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, তাপমাত্রা আবার ঊর্ধ্বমুখী। রবিবার দক্ষিণবঙ্গের আকাশ পরিষ্কার ছিল। ভোর ও সকালবেলা হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা চোখে পড়ে, তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ঝকঝকে হয়। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে প্রায় ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে, সর্বনিম্ন নামতে পারে ১৫ ডিগ্রির কাছাকাছি। গত বৃহস্পতিবার থেকে তাপমাত্রা ধারাবাহিক ভাবে কমছিল। সরস্বতী পুজোতেও ১৪ ডিগ্রির ঘরে তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল। রবিবার ফের তা বাড়ল। আজ অর্থাৎ সোমবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও দক্ষিণ কর্নাটকের ঘূর্ণাবর্তের যৌথ প্রভাবে রাজ্যের তাপমাত্রা আরও বাড়বে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সকালে কুয়াশা থাকলেও দিনের বাকি সময় আকাশ পরিষ্কার থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং দুই ২৪ পরগনায় কুয়াশার প্রভাব তুলনামূলক বেশি হতে পারে, তবে ঘন কুয়াশার কোনও সতর্কতা নেই।

উত্তরবঙ্গে চিত্র আলাদা। দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা জারি রয়েছে। পাহাড়ে তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রির মধ্যেই আটকে থাকবে।

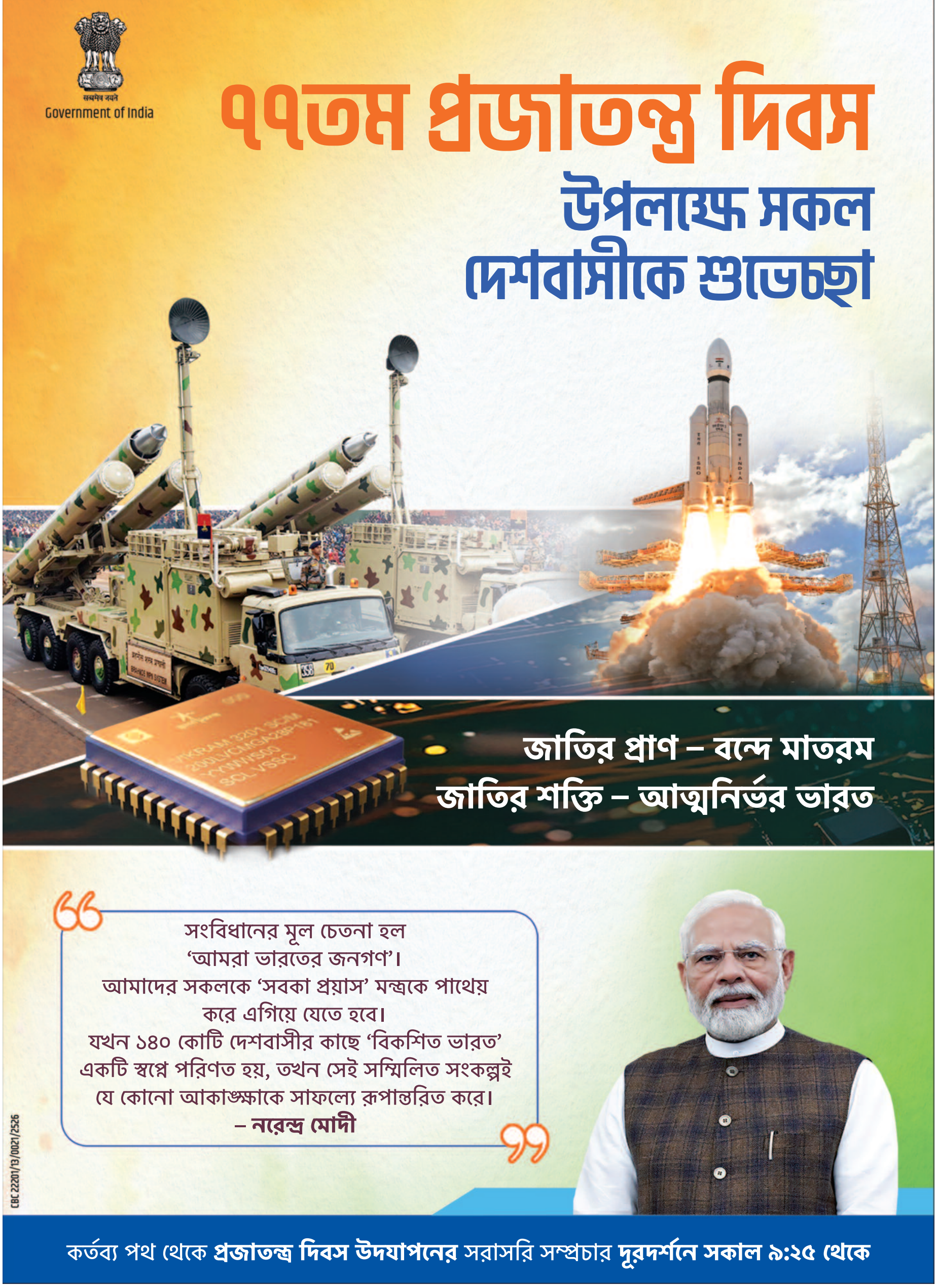

সম্পাদকীয়

হাওড়া পুরসভা, শাপমুক্তি ঘটবে কবে অপেক্ষায় দিন গুনছে পুরবাসী

হাওড়া শহর নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই বাসিন্দাদের। জনস্বাস্থ্য থেকে নিকাশি, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, সবেরই বেহাল দশা অনেকদিন। একে তো কলকাতার থেকেও বয়সে প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই হাওড়া শহর। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হাজারো সমস্যা। এর থেকে হাওড়াবাসীকে মুক্তি দিতে পারে একটি ভাল পুরপরিষেবা। কিন্তু গোঁড়াতেই তো গলদ। এই শহরে তো কার্যত পুরসভাটাই নেই। আর যেখানে পুরসভাই নেই, সেখানে পুরপরিষেবা আশা করা কি যায়? এখন প্রশ্ন হল কোথায় গেল পুরসভা? হ্যাঁ আছে বটে, কিন্তু হাওড়া পুরসভায় নেই কোনও নির্বাচিত বোর্ড। আর এই অচলাবস্থার বয়স সাত পেরিয়ে আটে পড়ল। নির্বাচন না হওয়ায় পুরোপুরি অ্যাডহক ভিত্তিতে চলছে পুর প্রশাসন। একেক জনকে প্রশাসক হিসেবে নিয়ে আসা হচ্ছে, কিছুদিন পর তাঁকে সরিয়ে আর একজনকে, কিন্তু নির্বাচন হচ্ছে না। ফলে রাহুমুক্তি ঘটছে না বাসিন্দাদের। ভোট না হওয়ায় নেই কোনও কাউন্সিলর। ছোটখাটো প্রয়োজনে কোনও জনপ্রতিনিধিকে হাতের সামনে পায় না মানুষ। নিজের সমস্যা জানাতে গিয়েও সমস্যা। এভাবেই চলছে হাওড়া শহর। সাত পেরিয়ে আট বছর হতে চলল কিন্তু হুঁশ নেই রাজ্য প্রশাসনের। ২০১৮ সাল থেকে হাওড়া পুরসভার ভোট বকেয়া। শেষ ভোট হয়েছিল ১২ বছর আগে ২০১৩ সালে। হাওড়ার সঙ্গে বালি পুরসভাকে যুক্ত করেছিল রাজ্য সরকার। সেই সংক্রান্ত বিল পাশ হয়েছিল বিধানসভায়। কিন্তু বিলে সই করেননি তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। তার পর আবার হাওড়া থেকে বালিকে পৃথক করারও বিল পাশ হয়েছে। কিন্তু তাও নানাবিধ জটে আটকে আছে হাওড়ার ভোট। কিছুদিন আগে বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠকে বসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকেও উঠে পুরভোটের প্রসঙ্গ। তখন হাওড়ার নেতাদের অভিষেক আশ্বস্ত করে বলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবেন। কিন্তু কোনও আশার আলো আজও দেখা যাচ্ছে না। আইনি জট কাটিয়ে কবে হাওড়াবাসীর শাপমুক্তি ঘটে সেটাই দেখার।

শব্দছক ৫৪

রবি দাস

১		২	■	৩			৪
	■	৫			■	■	
■	৬		■	৭		৮	
■	৯			■	■		■
■		■	■	১০	১১		■
১২			১৩	■	১৪		■
	■	■	১৫			■	১৬
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি: ১. ভাবলেশহীন ৩. গাছ-গাছড়ায় ওষুধের ডাক্তার ৫. কলহ ৬. উদয়পুরের নৃপতিদের খেতাব ৭. ঐতিহাসিক যুগে দিল্লীর পরিচয় ৯. বলার বিষয় ১০. গরীব ১২. অতি প্রত্যুষকাল ১৪. নিয়োজিত ১৫. কখনও ১৭. কর্মে পটু ১৮. সূর্য

ওপর-নিচ: ১. সমগ্র জগৎ ২. লোনাস্বাদযুক্ত ৩. পশু হননকারী মাংস বিক্রেতা ৪. জলে অবস্থিত ৬. রাবণসুলভ ৮. প্রভাব দ্বারা আচ্ছন্ন ১১. ভারনিমিত্ত অবনত ১২. যড়ানন ১৩. প্রকার ১৬. আকর্ষণ

সমাধান ৫৩ — পাশাপাশি: ১. অবাক ৩. শীতকাল ৬. লজ্জিত ৭. চাক ৮. চরম ১০. লাভ ১২. লক্ষ ১৩. প্রীতরাখা ১৫. করতলা ১৭. নেকা ২০. বিভা ২১. কাকলী ২২. লুডো ২৪. ষড়জ ২৫. ষড়ানন ২৬. রিক্ততা

ওপর-নিচ : ১. অবিচল ২. কলম ৩. শীতলাতলা ৪. কাচা ৫. লকট৯. রক্ষক ১১. ভরা ১৩. প্রীতভাষণ ১৪. খানেক ১৬. রবি ১৮. কালীমাতা ১৯. কলুষ ২১. কাজরি ২৩. জোড়া

আজকের দিন

■ ১৯৩০ — ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবি তোলে এবং ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম 'পূর্ণ স্বরাজ' দিবস হিসেবে পালন করে।

■ ১৯৫০ — ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিনের পরিশ্রমে তৈরি সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি কার্যকর করা হয়। এর ফলে ভারত স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় (১, ২)।

জন্মদিন

১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক অনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৫৬ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সাবির আলির জন্মদিন।*

১৯৫৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অশোক মালহোত্রার জন্মদিন।*

সাবির আলি

বন্দে মাতরম থেকে আত্মনির্ভর ভারত প্রজাতন্ত্র দিবস ২০২৬-এর মহাকাব্য

শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন ২০২৬ হতে চলেছে এক ঐতিহাসিক ও গর্বের মুহূর্ত। জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে এবছরের প্রজাতন্ত্র দিবস কুচকাওয়াজ শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা, সামরিক শক্তি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং আত্মনির্ভরতার পথচলার এক অনন্য প্রতিফলন। নয়াদিল্লির কার্তব্য পথ-এ অনুষ্ঠিত এই মহাযজ্ঞে একদিকে যেমন তুলে ধরা হবে দেশের ঐতিহ্য ও ইতিহাস, তেমনি অন্যদিকে বিশ্বের দরবারে দৃপ্তভাবে উপস্থাপিত হবে আধুনিক ভারতের সক্ষমতা ও অগ্রগতি।

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন ২০২৬ : উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

বিশেষত্বসমূহ

১. **থিম** — এবারের প্রজাতন্ত্র দিবস কুচকাওয়াজের মূল থিম হলো 'বন্দে মাতরম , ১৫০ বছর'।
এই থিমের মাধ্যমে জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম'-এর দেড় শতাব্দীর ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেমমূলক গুরুত্বকে উদযাপন করা হবে।

২. **প্রধান অতিথি** — প্রজাতন্ত্র দিবস কুচকাওয়াজ ২০২৬, এর যৌথ প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত;
-ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি মি. আন্তোনিও কস্তা
-ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি শ্রীমতী উরসুলা ভন ডার লেয়েন

৩. বন্দে মাতরম, ১৫০ বছর উপলক্ষে বিশেষ উদ্যোগ

■ ১৯২৩ সালে শিল্পী তেজেন্দ্র কুমার মিত্র অঙ্কিত 'বন্দে মাতরম অ্যালবাম'-এর চিত্রমালা কার্তব্য পথজুড়ে প্রদর্শিত হবে।

■ কুচকাওয়াজের শেষে 'বন্দে মাতরম' ব্যানার উন্মোচন ও রাবার বেলুন উড়ানো হবে।

■ ১৯,২৬ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সর্বভারতীয় ব্যান্ড পরিবেশনার আয়োজন করা হবে।

■ বিশেষ পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটে, কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি (উত্তর ২৪ পরগনা)।

■ আমন্ত্রণপত্র, টিকিট, মঞ্চসজ্জা ও জ্রক্স স্ক্রিনের ভিডিও;সবই বন্দে মাতরম থিমে সাজানো হবে।

৪. ট্যাবলো প্রদর্শনী

■ মোট ৩০টি ট্যাবলো কার্তব্য পথে অংশ নেবে।

■ ট্যাবলোসমূহ উপস্থাপিত হবে দুটি বৃহৎ ভাবনার অধীনে;
ক) 'স্বাধীনতার মন্ত্র, বন্দে মাতরম'
খ) 'সমৃদ্ধির মন্ত্র , আত্মনির্ভর ভারত'

৫. সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও অংশগ্রহণ

■ প্রায় ২,৫০০ শিল্পী সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করবেন।

■ সমাজের বিভিন্ন স্তরের ১০,০০০ বিশেষ অতিথি কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করবেন।

■ MyGov ও My Bharat পোর্টালে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ১,৬১,২২৪ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

■ শীর্ষ ২০০ জন বিজয়ীকে প্রজাতন্ত্র দিবস কুচকাওয়াজ ২০২৬ প্রত্যক্ষ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

৬. ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ প্রদর্শন (প্রথমবার)

■ এই প্রথমবার ফেজড ব্যাটল অ্যারে ফরম্যাটে ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তি প্রদর্শিত হবে।

■ ৬১ ক্যাভালরির মাউন্টেড কলাম কুচকাওয়াজে অংশ নেবে।

যান্ত্রিক ও সামরিক আকর্ষণসমূহ

■ টি,৯০ ও অর্জুন প্রধান যুদ্ধ ট্যাঙ্ক

■ BMP–II

■ NAMIS–II নাগ মিসাইল সিস্টেম

■ ব্রহ্মোস, আকাশ ও MRSAM

■ ATAGS ও ধনুষ

■ ড্রোন শক্তি, ড্রঝ) ও রোবোটিক মিউল

৭. মার্চিং কন্টিনজেন্ট ও ব্যান্ড

■ মোট ১৮টি মার্চিং কন্টিনজেন্ট ও ১৩টি ব্যান্ড কুচকাওয়াজে অংশ নেবে।

■ সেনাবাহিনীর কন্টিনজেন্টগুলির মধ্যে থাকবে;
ক) রাজপুত, অসম, জাক লাইট ইনফ্যান্ট্রি, আর্টিলারি
খ) ভৈরব কন্টিনজেন্ট
গ) লাদাখ স্কাউটস
ঘ) পশু কন্টিনজেন্ট (জাঁস্কার পনি, ব্যাকট্রিয়ান উট ও ডগ স্কোয়াড)

৮. বিমান বাহিনীর ফ্লাইপাস্ট

■ রাফাল, সু,৩০, মিগ,২৯, C–295, P–8i

■ অ্যাপাচি, LCH– ALH ও Mi–17 হেলিকপ্টার

■ বিভিন্ন ফর্মেশনে আকাশে শক্তির প্রদর্শন।

৯. বিশেষ ট্যাবলো

- ভারতীয় বায়ুসেনার ভেটেরান্স ট্যাবলো, যা দেশের প্রতি তাঁদের অবদানের এক গর্বিত শ্রদ্ধার্ঘ্য তুলে ধরবে।

২৬ জানুয়ারি: ভারতের প্রজাতান্ত্রিক আত্মার অভিষেক

ইন্দ্রজিৎ পাল

ভারতীয় জাতীয় জীবনে কিছু কিছু দিন কেবলমাত্র তারিখ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নয়; সেগুলি একটি জাতির আত্মপরিচয়, চেতনা ও আদর্শের প্রতীক। ২৬ জানুয়ারি তেমনই এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন;ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। এই দিনটি আমাদের ইতিহাস, সংবিধান, গণতন্ত্র এবং নাগরিক অধিকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। প্রজাতন্ত্র দিবস কেবল একটি রাষ্ট্রীয় উৎসব নয়; এটি স্বাধীন ভারতের আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার ঘোষণাপত্র। প্রজাতন্ত্র শব্দটির অর্থ হল;এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে নয়, বরং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং যেখানে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ, প্রজাতন্ত্র হল জনগণের শাসনব্যবস্থা। ভারত ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। এই দিন থেকেই ভারতের নিজস্ব সংবিধান কার্যকর হয় এবং দেশ পরিচালিত হতে শুরু করে সেই সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে দীর্ঘদিন পরাধীন থাকার পর ভারত কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয়, সংবিধানিক সার্বভৌমত্ব লাভ করে এই দিন। প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে ২৬ জানুয়ারি দিনটি নির্বাচন নিছক কাকতালীয় নয়। এর পিছনে রয়েছে গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর ঘোষণা করা হয়। সেই দিন থেকেই ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করে। যদিও প্রকৃত স্বাধীনতা আসে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, তবুও স্বাধীনতার আদর্শিক সূচনা ঘটেছিল ২৬ জানুয়ারিতেই। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই সংবিধান প্রণেতারা ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারিকে সংবিধান কার্যকর করার দিন হিসেবে বেছে নেন। ফলে এই দিনটি স্বাধীনতার চেতনা ও সংবিধানিক শাসনের এক মহামিলনস্থল হয়ে ওঠে। প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল তাৎপর্য নিহিত রয়েছে ভারতের সংবিধানে। ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম লিখিত সংবিধান;যা কেবল শাসনপ্রণালির নিয়মাবলি নয়, বরং একটি জাতির নৈতিক দর্শনকে বহন করে। ড. বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে সংবিধান রচনা কমিটি প্রায় তিন বছর ধরে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংবিধান রচনা করেন। এতে নাগরিকের মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি, কর্তব্য, ক্ষমতার বিভাজন এবং সামাজিক ন্যায়ের সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবস মানেই এই সংবিধানের প্রতি আমাদের আনুগত্য পুনর্নবীকরণ। প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে জাতি, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমতা;এই সবকিছুই সংবিধান প্রদত্ত অধিকার। কিন্তু অধিকার যেমন আছে, তেমনি আছে কর্তব্যও। সংবিধান আমাদের শেখায়;শুধু দাবি করাই নাগরিকত্ব নয়, দায়িত্ব পালন করাও নাগরিকত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রতি বছর দিল্লির রাজপথে অনুষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ কেবল সামরিক শক্তির প্রদর্শনী নয়। এটি ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং ঐক্যের প্রতীক। বিভিন্ন রাজ্যের ট্যাবলোতে ফুটে ওঠে দেশের বহুরূপী সংস্কৃতি। সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ আমাদের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার সক্ষমতা তুলে ধরে। রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি প্রজাতান্ত্রিক শাসনের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক মর্যাদাকে প্রতিফলিত করে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য তখনই পূর্ণতা পায়, যখন নতুন প্রজন্ম এই দিনের অর্থ ও গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে। বিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা, প্রবন্ধ রচনা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান;এসবের উদ্দেশ্য কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং জাতীয় চেতনার বীজ বপন করা একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার নাগরিকদের মূল্যবোধের উপর। সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা, আইন মান্য করার মানসিকতা;এসব গুণাবলি গড়ে তোলাই প্রজাতন্ত্র দিবসের অন্যতম শিক্ষা। বর্তমান সময়ে যখন বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তখন প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের কাছে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। ভেদাভেদ, অসহিষ্ণুতা ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংবিধানের আদর্শ রক্ষা করা আজ সময়ের দাবি। প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়;ভারত কেবল একটি ভূখণ্ড নয়; এটি একটি সংবিধান, একটি মূল্যবোধ, একটি চলমান আদর্শ। প্রজাতন্ত্র দিবস মানে শুধুমাত্র ছুটি, কুচকাওয়াজ বা আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান নয়। এটি আমাদের জাতীয় আত্মপরিচয়ের পুনর্নিশ্চয়ন। এই দিনটি আমাদের প্রশ্ন করতে শেখায়;আমরা কি সত্যিই সংবিধানের মূল্যবোধে বিশ্বাসী? আমরা কি আমাদের নাগরিক দায়িত্ব পালন করছি? একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রকৃত উদযাপন তখনই সফল, যখন আমরা সংবিধানকে কাগজে নয়, জীবনে ধারণ করি। ২৬ জানুয়ারি তাই কেবল একটি দিন নয়;এটি ভারতের প্রজাতান্ত্রিক আত্মার উৎসব।

চর্চাবাসর ৬১

তুরস্কর রাজধানী ইস্তাম্বুল। কথাটি এসেছে মধ্যযুগীয় গ্রীক শব্দ eis tên Pólin থেকে, যার অর্থ 'শহরের দিকে'। আগে শহরটির নাম ছিল কনস্টান্টিনোপল।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘রাম মন্দির হবে জনগণের টাকায়’

শ্রীরাম লালা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ‘যদি মুর্শিদাবাদে বাবরের নামে আর একটা বাবরি মসজিদ হয় তাহলে এখানে একটা রাম মন্দির হতেই পারে। কারণ রাম ভারতের। তবে রাম মন্দির হবে সাধারণের টাকায়। জনগণের টাকায়। কোনও সরকারি টাকায় নয়।’ রবিবার বহরমপুরে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় অংশ নিতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার আগে শ্রীরাম লালা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। সেখানেই সাংবাদিক বৈঠক মুর্শিদাবাদে রাম মন্দির প্রসঙ্গে একথা বলেন সুকান্ত মজুমদার।

বহরমপুরে রবিবার বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় হাঁটেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বহরমপুর মোহনা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয় পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার। লালদিঘি পাড়, রবীন্দ্রসদন ঘুরে টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে শেষ হয়। সুকান্তবাবুর সঙ্গে হাঁটেন বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন, বহরমপুরের বিজেপি বিধায়ক সুব্রত মৈত্র, বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার। দিন কয়েক আগে মোহনা বাসস্ট্যান্ড থেকে র‍্যালি করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার বলেন, ‘এদিনের পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় বিজেপি সমর্থকদের জনজোয়ার তৃণমূলকে টেক্কা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ২০২৬ বিধানসভায় মুর্শিদাবাদে গেরুয়া ঝড় আসছে।’

পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার আগে বহরমপুরের এক হোটেল থেকে শ্রীরাম লালা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট লঞ্চ করেন সুকান্ত মজুমদার। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি তিনি বলেন, ‘চ্যারিটেবল ট্রাস্টের আমি সদস্য নয়। কমিটির অ্যাডভাইজার। শাখারভ সরকার-সহ যারা রাম মন্দির তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন, তাঁদের আমি সাধুবাদ জানাই। মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ হলে রাম মন্দির হতে ক্ষতি কোথায়? তবে এখানে রাম মন্দির হলে তা জনগণের টাকায় হবে। সরকারি টাকায় নয়।’ রাজ্য সরকারের কোষাগারের টাকায় দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিরোধীদের খেঁচা সহ্য করতে হয়েছে। এদিন সুকান্ত মজুমদার নাম না করেই মুখ্যমন্ত্রীকে আবারও একবার খোঁচা মারলেন বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

মুসলিমদের ভোট কাটা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রীর: শুভেন্দু অধিকারী

নদিয়ায় কবি কৃত্তিবাসের মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কবি কৃত্তিবাসের অবয়ব মূর্তি উন্মোচন করতে এসে রাজ্যের শাসক দলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, ‘মুসলিমদের ভোটকাটা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রীর। গোটা রাজ্যে ভেঙে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিভাবে ঠিক থাকে? মেডিক্যাল কলেজে সদ্যোজাত শিশুর মুন্ডু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারমেয়, অত্যন্ত অমানবিক ছবি, এই দৃশ্য দেখা যায় না। এই রাজ্যে এখন স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই, তাই চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ রোগীর পরিবার চলে যাচ্ছেন ভিন রাজ্যে।’

রবিবার বিকেলে নদিয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ায় কবি কৃত্তিবাসের মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মূর্তি উন্মোচনের শেষে সংলগ্ন এলাকায় শুভেন্দু অধিকারী একটি জনসভা করেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের এখন থেকেই মাঠে নামার নিদান দেন শুভেন্দু অধিকারী। এরপর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে করতে থাকেন একাধিক মন্তব্য। উপস্থিত ছিলেন, নদিয়া উত্তর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়-সহ বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘গোটা রাজ্যে গুন্ডারাজ চলছে, এই গুন্ডাদের বদলাতে হবে। নেই শিক্ষা ব্যবস্থা, নেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কিন্তু চোরের মায়ের আবার বড় গলা। আসলে কাটমানি নিতে নিতে সব ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছে এই রাজ্যে।’ উল্লেখযোগ্য বিষয়, বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে জেলায় জেলায় যাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা। আর প্রত্যেকটি জায়গাতেই নিশানা করছেন তৃণমূলকে। কিন্তু গোটা রাজ্যে এসআইআর শুনানির লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষের হয়রানি নিয়ে মুখে কুলুপ বিরোধী দলনেতার। এসআইআর প্রক্রিয়াতে ভোটার তালিকা থেকে সবথেকে বেশি নাম বাদ গেছে নমঃশূদ্র মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের। বিধানসভা নির্বাচনে তার প্রভাব কতটা পড়তে পারে গোপনে কাল ঘাম ছুটছে বিজেপির বলে মনে করছে রাজনীতিবিদরা। তবে অন্যদিকে প্রকাশ্যে রাম নামের মধ্যে দিয়ে মানুষের নজর ঘোরানোর পরিকল্পনা বিজেপি নিয়েছে কি-না, নাকি সাম্প্রদায়িক হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে, সেটা সময় বলবে।

সিঙ্গুর সভা ঘিরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উপর চাপের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আগামী বুধবার সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাকে কেন্দ্র করে খানাকুলে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে। শাসকদলের সভায় লোক জোগাড় করতে চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ সামনে এনেছেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। তাঁর দাবি, ব্লকের বিডিওরা নাকি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সিঙ্গুরের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ এই অভিযোগের কথা একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করে প্রকাশ্যে আনেন। তিনি বলেন, ‘একজন প্রশাসনিক আধিকারিক হয়ে বিডিওরা কীভাবে শাসক দলের রাজনৈতিক সভায় যাওয়ার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন? তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন নেই বলেই প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে।’ তাঁর দাবি, ‘স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাঁদের মধ্যে ভয় কাজ করে এবং সেই সুযোগকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।’ তৃণমূল মাঠ ভরাতে পারবে না। তাই স্বনির্ভর গোষ্ঠী মা বোনেদের নিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি বিধায়কের বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন ও ঊর্ধ্বতন প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হবে।

অন্যদিকে, শাসক দলের স্থানীয় নেতাদের একাংশ এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সভা স্বাভাবিকভাবেই জনসমর্থন পায় এবং কোনও প্রশাসনিক চাপের প্রয়োজন নেই। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, বিজেপি রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এই বিষয়ে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সেক্রেটারি স্বপন নন্দী বলেন, ‘প্রশাসনিক সভায় সরকারি লোক তো যাবেই। ওনার এই সব জানা নেই। তাই এই বলছেন। ওনাকে আরও শিক্ষতে হবে।’ যদিও এই অভিযোগ প্রসঙ্গে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। ফলে অভিযোগের সত্যতা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে এখনও কোনও স্পষ্ট বক্তব্য সামনে আসেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে এই অভিযোগ প্রশাসনের ভূমিকা ও রাজনৈতিক শিষ্টাচার নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

রবিবার থেকে শুরু হল বীরভূম জেলা পঞ্চম সৃষ্টিশ্রী মেলা। সিউড়ি বেনীমাধব হাই স্কুল সংলগ্ন ময়দানে এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর তথা কারা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। জেলাশাসক ধবল জৈন ও আনন্দ ধারার প্রকল্প আধিকারিক সামস্ টিব্রেজ আনসারীকে সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শন করেন শিল্পীদের হাতের তৈরি সামগ্রির প্যাভেলিয়ান। এই মেলা চলবে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।

বর্ধমান শহরে প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূল বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের অশুভ আঁতাত ধ্বংস হোক। এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি বন্ধ হোক। ব্যানার হাতে নিয়ে কয়েক কিলোমিটার রাস্তা হাঁটলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস ও তৃণমূলের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। রবিবার বিকালে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে বর্ধমান শহরে প্রায় ৫০০০ তৃণমূল সমর্থকদের নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এসআইআরের নামে ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের প্রতিবাদে মিছিল করা হয় বলে দাবি করা হয়। এদিন বর্ধমানের টাউন হল থেকে শুরু হওয়া মিছিল। বর্ধমানের কার্জন গেট চত্বরে নেতাজির মূর্তির পদ দেশের সামনে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান দেবু টুডু, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তন্ময় সিংহ রায়-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। খোকন দাস বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি এক যোগ হয়ে কাজ করছে। তারা চক্রান্ত করে বাংলা থেকে বৈধ ভোটারের নাম বাতিল করার চক্রান্ত করেছে। অযথা বিনা কারণে সাধারণ মানুষকে নোটিশ পাঠিয়ে হয়রান করছে। তাদের হয়রানির শিকার আদিবাসীরাও। বিজেপি যতই নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে চক্রান্ত করুক মানুষ এর জবাব দেবে।’

রাজনীতিতে নয়, খেলাধূলার প্রসার ঘটানোই মিশন: গ্রেট খালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ডব্লিউ ডব্লিউ ই রেসলার দা গ্রেট খালিকে দেখতে ভিড় জমল অন্ডাল বিমানবন্দরে। রবিবার ধানবাদে একটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নেবেন রেসলার খালি। সেই জন্যই দিল্লি থেকে বিমানে চড়ে অন্ডাল বিমানবন্দরে নামেন তিনি। সেখান থেকে সড়ক পথে পাড়ি দেন ধানবাদের উদ্দেশ্যে। জানা যায়, রবিবার সেখানে একটি রেসলিং গেমে প্যাকারের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন খালি। দ্য গ্রেট খালি আসছেন শুনে এদিন বিমানবন্দরে ভিড় জমান উৎসাহী জনতা। বিমানবন্দরে খালিকে গান বাজনার সঙ্গে স্বাগত জানান প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজকেরা। উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা দা গ্রেট খালি একসময় আমেরিকান বেসবল প্লেয়ার ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি জনপ্রিয় খেলা ডব্লিউ ডব্লিউ ই খেলাতে অংশ নেন এবং সেখান থেকেই তিনি তারকার তকমা পান। জনপ্রিয়তার কারণে দেশ-বিদেশে বহু ভক্ত রয়েছে তাঁর। বিমানবন্দরের বাইরে সাংবাদিকদের একাংশের কাছে এদিন রেসলার খালি বলেন, ‘মোবাইল থেকে শিশুদের দূরে রাখা উচিত। মোবাইলে গেম না খেলে মাঠে গিয়ে খেলা দরকার। এতে শরীর মন সুগঠিত হয়।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি উক্তি দিয়ে তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন যেদিন যুব সমাজ শারীরিকভাবে ফিট হবে, সেদিন ভারত হবে বিশ্ব গুরু।’ রাজনীতি প্রসঙ্গে খালি বলেন, ‘রাজনীতি করার থাকলে অনেকদিন আগেই করতে পারতাম। রাজনীতিতে আমার আগ্রহ নেই। খেলাধুলার প্রসার ঘটানোই আমার মিশন।’

বালুরঘাটে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা রক্ষায় অনন্য নজির গড়ল বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিএ)-এর বালুরঘাট ইউনিট। রবিবার বালুরঘাট নাট্য মন্দিরে আয়োজিত হল সংস্থাটির ২৩ তম বার্ষিক স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবা কর্মসূচি। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, এ বছরের বিশেষ এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় ৫০০ জন সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হতে চলেছেন। মূল অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শনিবার থেকেই শুরু হয়েছে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে ছিল শিশু-কিশোরদের জন্য আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এবিষয়ে বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বালুরঘাট জোনের সম্পাদক সঞ্জয় কুমার সাহা বলেন, ‘ওষুধ ব্যবসার পাশাপাশি সমাজের প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে, আমরা প্রতিবছরই তা পালনের চেষ্টা করি। আমাদের লক্ষ্য থাকে প্রতি বছর যেন এই সেবার পরিধি আরও বাড়ানো যায়, যাতে আরও বেশি সংখ্যক দুঃস্থ ও সাধারণ মানুষ আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সুবিধা পেতে পারেন।’

বাঁকুড়ায় বিস্ফোরক শঙ্কুদেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ‘জঙ্গল মহলের একাধিক অংশে মাওবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরাসরি আমাদের কর্মী খুন করে এলাকা দখলের চেষ্টা হচ্ছে’ শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে এমনই বিস্ফোরক দাবি রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শঙ্কুদেব পণ্ডার। রবিবার খাতড়ায় দলের ‘অভিযোগ পত্র পেশ’ কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ওই দাবির পাশাপাশি আরও বলেন, ‘আমরা ভয় পাই না, আমাদের কর্মীরা মাঠে নেমেই এই বিষয়টি প্রতিহত করবে। ইতিমধ্যে একটি ঘটনা চিহ্নিত করা গেছে, এবার বিজেপিও ‘পাল্টা’ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।’ একই সঙ্গে শঙ্কুদেব দাবি করেন, ‘কখনও এনজিও আবার কখনও অন্য নামে এখানে আসছে। ইতিমধ্যে মাঝি সরকারের নামে এখানে আসা কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

বাসের রেষারেষির বলি ১, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়া রাজ্য সড়কে দুটি বাসের রেষা রেষিতে প্রাণ গেল এক মহিলার। আহত কমপক্ষে ৩০। ঘটনায় চরম উত্তেজনা নদিয়ার কৃষ্ণনগর-করিমপুর রাজ্য সড়কে। সূত্রের খবর রবিবার দুপুরে পাল্টি খায় একটি যাত্রীবোঝাই বাস। আহত হয় একাধিক বাস যাত্রী। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে, সেখানেই মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে অনেকেই। অন্যদিকে মৃত্যু হয় এক মহিলার, মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে মৃত মহিলার পুত্র সন্তানও। স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চরম উত্তেজন সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। শুরু করে উদ্ধার কার্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় করিমপুর বিধানসভার বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়।

আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে মারধর, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: বেসরকারি সংস্থার ঋণ আদায় করতে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে মারধর, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সংস্থার কর্মচারি বিশ্বজিৎ মণ্ডল। ঘটনার পরপরই পুলিশের তৎপরতায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার ১। পলাতক ২। অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তিন দুষ্কৃতীর বিশ্বজিৎ মণ্ডলের থেকে টাকা ছিনতায়ের পরিকল্পনা করেছিল। বিশ্বজিৎ দিতে না চাওয়ায় পিস্তলের বাট দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার সারাফুল নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী বিশ্বজিৎ মণ্ডল বাড়ি স্বরূপ নগর থানার সাড়াফুল নতুন গ্রামের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে ওই বেসরকারি সংস্থা থেকে বেশ কিছু অর্থ ঋণ নিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। সেই টাকা আদায় করতে যান বিশ্বজিৎ। শনিবার রাতে ডাকবাংলার কাছে একদল দুষ্কৃতী তাঁকে ঘেরাও করে টাকা ছিনতাই করার চেষ্টা করে। না দিতে চাইলে তাকে বন্দুকের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করে চিৎকারে গ্রামবাসীরা এসে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক দুষ্কৃতীকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বাকি দুই দুষ্কৃতী পলাতক। গুরুতর জখম অবস্থায় বিশ্বজিৎকে প্রথমে সারাফুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা সেটাও তদন্তকারীরা দেখে নিতে চাইছে।

উলুবেড়িয়ায় তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: ভোটাধিকার দিবসকে সামনে রেখে এসআইআরের বিরুদ্ধে পথে নামলো রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার উলুবেড়িয়া দু'নম্বর ব্লক চত্বর থেকে মিছিল করে রাজাপুর থানা পর্যন্ত জনসংযোগ করল স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের আরও একটি মিছিল বের হয় বলে জানিয়েছেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পিণ্টু মণ্ডল। এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশন ব্লক স্তরে শুনানি থেকে নেমে এবার পঞ্চায়েত স্তরে শুনানি করছে, প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েতে চলছে শুনানি আর এই এসআইআর-এর বিরুদ্ধে ছোট ছোট মিছিল করে জনসংযোগ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র সংখ্যালঘু সেলের নেতা শেখ ইলিয়াস।

Haringhata CADP Farmers' Service Cooperative Society Ltd.
P.O. Barajaguli Dist. NadiaPin. 741221
Ph. 03473 295645, Mobile 9830852494
Email: hgtcadpfscs@yahoo.com

Memo No. F-2/116/2025-26, Date 14.01.2026

এতদ্বারা হরিণঘাটা সিএডিপি এফ.এস.সি.এস লিমিটেডের সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (Elected Delegates) জানানো যাচ্ছে যে, সমবায় সমিতি সমূহের সহ নিবন্ধক নদীয়া রেঞ্জ এবং রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং 61/IV -100 তাং 13.01.2026 অনুযায়ী আগামী 08-02-2026 রবিবার বেলা 11.30 মিনিটে হরিণঘাটা সিএডিপি এফ.এস.সি.এস লিমিটেডের মুখ্য অফিস কার্যালয়ে একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় সমিতির 12 জন (9 জন - অসংরক্ষিত ; 2 জন - মহিলা; 1 জন - তপশিলী জাতি/উপজাতি) পরিচালকমন্ডলীর (Board of Directors) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সকল নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (Delegates) অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মাবলী এবং বিস্তারিত নির্বাচনী নির্ঘণ্ট সমিতির মুখ্য অফিস কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞাপিত হবে। বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে যে কোন তথ্য জানার জন্য সমিতির মুখ্য অফিস কার্যালয়ে যে কোন কাজের দিন দুপুর 12 টা থেকে 2টোর মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

Sd/- সহকারি নির্বাচন আধিকারিক
হরিণঘাটা সিএডিপি এফএসসিএস লিমিটেড

আরামবাগে দেবতা জ্ঞানে পুজো অন্নদাতা কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আসাম রাজ্যে কয়েক বছর ধরেই চালু রয়েছে কৃষক পুজোর রীতি। বিশেষ করে আসামের বিভিন্ন গ্রামে ফসল তোলার মরশুমে অন্নদাতা কৃষকদের দেবতা জ্ঞানে পুজো করে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। সেই ভাবনাকে অনুসরণ করেই এবার পশ্চিমবঙ্গেও অনুষ্ঠিত হল ব্যতিক্রমী কৃষক পুজো। হুগলির আরামবাগ মহকুমার আসনপুর গ্রামে এই অভিনব উদ্যোগ নিলেন গ্রামেরই কৃষক ও বিশিষ্ট জৈব চাষি কাশীনাথ ঘোষ। আয়োজকদের মতে, আসামে কৃষক পুজোর মাধ্যমে কৃষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন প্রজন্ম কৃষির প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। সেই অনুপ্রেরণাতেই বাংলায় এই পুজোর আয়োজন। এদিন আসনপুর গ্রামে ১০ থেকে ১২ জন কৃষককে দেবতা রূপে পুজো করা হয়। ফুল, ধূপ, প্রদীপের পাশাপাশি উত্তরীয়, ফলমূল ও স্মারক তুলে দিয়ে এবং জল দিয়ে পা ধুয়িয়ে তাঁদের সম্মান জানানো হয়। পুজো উপলক্ষে গ্রামে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। জৈব চাষি কাশীনাথ ঘোষ বলেন, ‘কৃষকরা শুধু খাদ্য উৎপাদক নন, তাঁরা সমাজ ও সভ্যতার ধারক। অথচ আজ কৃষকরাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। তাই তাঁদের দেবতা জ্ঞানে পুজো করে সম্মান জানানোই আমার উদ্দেশ্য।’ তিনি আরও জানান, জৈব চাষের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনের বার্তাও এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে চান। সম্মানিত কৃষক রঘুনাথ মেদ্দা বলেন, ‘আমাদের মতো সাধারণ চাষিদের এইভাবে সম্মানিত করা সত্যিই গর্বের। এতে কাজ করার উৎসাহ আরও বাড়ে।’ আরেক কৃষক রনজিৎ কুন্ডু জানান, ‘খরচ বাড়ছে, লাভ কমছে, তার মধ্যেও এমন উদ্যোগ আমাদের মানসিক শক্তি জোগায়।’ উল্লেখ্য, কাশীনাথ ঘোষ একজন পরিচিত জৈব চাষি। জৈব কৃষিতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি একাধিক কেন্দ্র রাজ্য ও জেলা স্তরের পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কৃষক সমাজে ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। অনেকেই মনে করছেন, আসামের মতো বাংলাতেও যদি কৃষক পুজোর সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে, তবে কৃষকদের সামাজিক মর্যাদা ও আত্মসম্মান আরও দৃঢ় হবে।

SBI হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬ ভিআইপি রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৪ ইমেল : sbi.15342@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

দীপেন্দ্র কুন্ডু এর নামে মূল স্বত্ব দলিল নং ১-৩৪১৬-২০১০ সালের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত
নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনাদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করেছেন যে, উক্ত **স্বত্ব দলিল নং -১-৩৪১৬-২০১০ সালের সম্পত্তি দীপেন্দ্র কুন্ডু এর নামে,** ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৩এ, চতুর্থ তলে, ৬/২কে, রানি রাসমণি গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫, যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শিয়ালদহ, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর এর হেফাজত থেকে ১০.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।
উক্ত দলিল এর স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে **মানিকতলা থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জি ডি ই ১২২৬, তারিখ ১৭.০১.২০২৬** দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট দলিল/সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি, স্বত্ব, অধিকার, এবং / বা স্বার্থ থাকলে সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি জানাতে পারেন, ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।
তারিখ : ২৬.০১.২০২৬, স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এইচএলসি, বিধাননগর

এসআইআরে আদিবাসীদের বাদ দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে তৃণমূলের অনশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এসআইআরে আদিবাসীদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে বর্ধমানের কার্জন গেট চত্বরে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে অনশন অবস্থানে বসেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের আদিবাসী সেলের কর্মী, সমর্থকরা। উপস্থিত রাজ্য আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান দেবু টুডু। শনিবার একই দাবি নিয়ে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে এক নম্বর প্লাটফর্মে রেল অবরোধ করা হয়েছিল। তার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশ পুতুল দাহ করা হয়েছিল। একই ইস্যুতে এবার আদিবাসীরা আন্দোলনে নামে। দেবু টুডু জানিয়েছেন, এসআইআরের নামে যেভাবে সাধারণ মানুষকে হয়রান করছে নির্বাচন কমিশন। আদিবাসীরা এর থেকে বাদ পড়েনি। তারই প্রতিবাদে তারা রবিবার থেকে অনশন অবস্থান শুরু করেছেন।

যতদিন না নির্বাচন কমিশন এই হয়রানি বন্ধ করবে, ততদিন তাদের আন্দোলন চলবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, 'অযথা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের হয়রান করা হচ্ছে। কেউ ৩০ বছর আবার কেউ ৪০ বছর ধরে ভোটে অংশগ্রহণ করেন। নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন। কয়েক পুরুষ ধরে এই জেলাতেই তাদের বসবাস। বহু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন যারা জঙ্গলের মধ্যেই বসবাস করছেন। কয়েক পুরুষ ধরে তারাও জঙ্গলের মধ্যে নিজেদের পরিবার নিয়ে থাকেন। তাদের এখন নানান ভাবে কাগজ দেখানোর নাম করে হয়রান করানো হচ্ছে।' নেতাজির মূর্তির পাদদেশে বসে, তাঁরা গান্ধিজীর দেখানো পথ অবলম্বন করে। গান্ধিগিরির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণভাবে তারা তাদের অনশন অবস্থান চালিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষ বিজেপির সঙ্গে নেই, এটা বিজেপি স্পষ্টভাবে বুঝে গেছে। তাই চক্রান্ত করে ভোটারদের নাম বাতিল করার চেষ্টা করছে বিজেপি।' তিনি বলেন, 'বিজেপির এই চক্রান্ত মানুষ রুখে দেবে। আগামী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে পুনরায় মমতা বন্দোপাধ্যায় কেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বানাবে বাংলার মানুষ।'

এখন তৃণমূল দল চালাচ্ছে পীরজাদা, আইপ্যাক, রোহিঙ্গারা: সৌমিত্র খাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রবিবার পূর্বস্থলী রেল স্টেশন সংলগ্ন ব্যাংক কাটার মাঠে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভাকে ঘিরে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উন্মাদনা। প্রধান বক্তা ছিলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খাঁ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির কিষাণ মোর্চার সভাপতি রাজীব ভৌমিক, কাটোয়া জেলা সাংগঠনিক সভাপতি স্মৃতিকণা বসু-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায়, তৃণমূলকে নিশানা করেন সৌমিত্র খাঁ, তিনি বলেন, 'তৃণমূল দল এখন চালাচ্ছে পীরজাদারা, আইপ্যাক আর বাংলাদেশি রোহিঙ্গারা। রাজ্যের পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। এই তৃণমূল সরকার থাকলে আপনার মেয়ে, বোনকে মুসলমানরা বিয়ের জন্য নিয়ে যাবে। রাস্তায় বেরোতে গেলে বোরখা পরে বেরোতে হবে বাড়ির মেয়েদের। রাজ্যে কলকারখানা নেই। চাকরি নেই, শুধু ভাতা আছে। বেকার যুবক যুবতীরা চাকরির জন্য গুজরাট, কর্ণাটক, কেরলে চলে যাচ্ছে। তবে ২০২৬ এ বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে। আমরা বন্ধ থাকা সমস্ত শিল্প কলকারখানাগুলো খুলবো। আরো শিল্প আনা হবে।' বিজেপি নেতা রাজীব ভৌমিক বলেন, 'পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক দুর্নীতিগ্রস্ত। তৃণমূল সরকারের আমলে যা উন্নতি সব ওনার, আর ওনার পরিবারের মধ্যে হয়েছে। কি করে এত সম্পত্তি উনি করলেন তা নিয়ে এলাকাবাসীর কৌতূহল রয়েছে। তবে আমরা আগামী নির্বাচনে এই তৃণমূল বিধায়ককে প্রাক্তন করে ছাড়বো।'

দঃ দিনাজপুরে জাতীয় ভোটার দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: যথাযথ মর্যাদা ও নাগরিক সচেতনতার প্রসারে রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে পালিত হল 'জাতীয় ভোটার দিবস'। এই উপলক্ষ্যে বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া ভবনে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বালাসুব্রমানিয়ান টি, বালুরঘাটের মহকুমা শাসক সুব্রত কুমার বর্মন, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মণ্ডল-সহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জানা গিয়েছে, 'জাতীয় ভোটার দিবস' উদযাপন উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে আয়োজিত দাবা প্রতিযোগিতাটি সকলের বিশেষ নজর কাড়ে। এছাড়াও প্রবন্ধ লিখন, বিতর্ক সভা এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, অনুষ্ঠানের শেষে তাদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত করা হয়। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বালাসুব্রমানিয়ান টি. বলেন, 'ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, ভোটার তালিকায় নাম তোলা এবং ভোটারদের কী কী অধিকার রয়েছে, সেই সমস্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবগত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। মূলত নতুন ভোটারদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উৎসাহিত করতেই এই দিনটি উদযাপন করা হয়।'

গাইঘাটা বিডিও অফিসে পড়ল হিয়ারিংয়ের নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: গাইঘাটা বিডিও অফিসে টাঙানো হল এসআইআর-এর হিয়ারিংয়ের নোটিশ। আদালতের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্রতিটি ব্লক এবং পঞ্চায়েত অফিসে এসআইআর-এর হিয়ারিংয়ে যাদের ডাকা হচ্ছে তাঁদের তালিকা টাঙাতে হবে। সেই মতো রবিবার গাইঘাটা বিডিও অফিসের হিয়ারিংয়ের তালিকা টাঙানো হল। গাইঘাটা বিডিও অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গাইঘাটা বিডিও অফিসের অধিনে থাকা গাইঘাটা বিধানসভার ৭টি পঞ্চায়েত ও বনগাঁ দক্ষিণের ৬টি পঞ্চায়েত এলাকার নোটিশ টাঙানো হয়েছে বিডিও অফিসে। গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'যাদের তালিকা টাঙানো হয়েছে, তাদের অনেকের হিয়ারিং হয়ে গিয়েছে। কিছু মানুষের হিয়ারিং বাকি আছে। তাদের কাছে নোটিশ চলে গেছে। প্রতিটি পঞ্চায়েত অফিসেও নোটিস টানানো হচ্ছে।'

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল পাণ্ডবেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরে প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূলের। মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে বিজেপি সরকার নানা উপায়ে বাংলাকে বদনাম করার ও এসআইআরের নামে বাংলার সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করার প্রতিবাদে রবিবার পাণ্ডবেশ্বরে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলটি পাণ্ডবেশ্বরের দালুরবাঁধ সেন্ট্রাল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে পাণ্ডবেশ্বর বাজার অতিক্রম করে পাণ্ডবেশ্বর রেল স্টেশনের গিয়ে শেষ হয়। এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রায় কয়েক হাজার মহিলা ও পুরুষ। মিছিলটি শেষ হওয়ার পর পাণ্ডবেশ্বর রেল স্টেশনের সামনে একটা সভা হয়। এবং সেই সভা থেকে বিজেপিকে কড়া হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূল নেতৃত্ব। পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূলের ব্লক সভাপতি কিরীটি মুখার্জি জানান, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রত্যেক জেলায় ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করার আহ্বান জানানো হয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের। সেই নির্দেশকে মান্য করেই আজকে পাণ্ডবেশ্বরে প্রায় দুই হাজারের অধিক মহিলা ও পুরুষ তৃণমূলকর্মী সমর্থক নিয়ে নির্বাচন কমিশনারের এসআইআর নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রতিবাদে আজকের এই মিছিল।'

ভোটারদের অধিকার রক্ষায় লড়াই চলবে: শর্মিলা সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ভোটার তালিকা থেকে ন্যায্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের অভিযোগ তুলে দুর্গাপুরে প্রতিবাদ সভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার মেনগেট এলাকায় অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বর্ধমানের সাংসদ ড. শর্মিলা সরকার, বিধায়ক হরেরাম সিং-সহ দলের একাধিক নেতৃত্ব। সভা থেকে সাংসদ ড. শর্মিলা সরকার স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'একটাও ন্যায্য ভোটারের নাম বাদ দিতে দেব না। ভোটারদের অধিকার রক্ষায় তৃণমূল শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে।' তিনি জানান, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যজুড়ে এই আন্দোলন চলছে এবং সংসদেও বিষয়টি তোলা হয়েছে।' ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতেই এই প্রতিবাদ আন্দোলন বলে জানান তৃণমূল নেতৃত্ব।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মানিকপাড়া ৭ নং অঞ্চলের ভেটলি গ্রামে চাষের জমি থেকে রবীন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তির মৃত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ব্যক্তি মানিকপাড়া এলাকার জয়পুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। তার বাড়ি সাঁকরাইলের কাটনিমারা গ্রামে। ভেটলিতে শ্বশুরের জমিতে চাষবাস করতেন। শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। রবিবার সকালে গ্রামবাসীরা তার মৃত দেহ চাষের জমিতে পড়ে থাকতে দেখে মানিকপাড়া পুলিশ পোস্টে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত দেহ উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ওই ব্যক্তির কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্গাপুরে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ ঘিরে মুখোমুখি তৃণমূল-বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ইভটিজিংয়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হল। ইস্পাত নগরীর বি-জোন এলাকায় মুখোমুখি হয়ে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয় পুলিশকে। অভিযোগ, দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর টাউনশিপ এলাকায় এক মহিলাকে ইভটিজিং করা হয়। স্থানীয়রা অভিযুক্তকে ধরে ফেললে সে, বিজেপি যুব নেতা পারিজাত গাঙ্গুলির বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এরপর ওই বাড়িতেই অভিযুক্তকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার খবর ছড়াতেই বিজেপি যুব নেতা পারিজাত গাঙ্গুলি, বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোরুই, জেলা সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি-সহ বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা বি-জোন ফাঁড়িতে পৌঁছান। সেই সময়ই থানার বাইরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা রাজীব ঘোষ, বাণ্টি সিং-সহ বহু

কর্মী-সমর্থক জড়ো হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। থানার বাইরে শুরু হয় স্লোগান, পাল্টা স্লোগান। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। এদিকে বিজেপি যুব নেতা পারিজাত গাঙ্গুলি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'যদি সত্যিই ইভটিজিংয়ের ঘটনা ঘটত, তাহলে সংশ্লিষ্ট মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতেন। কিন্তু কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তিনি বিজেপির সক্রিয় কর্মী। তাঁকে কেন্দ্র করেই আমার বাড়িতে ঢুকে আমাকে ও আমার পরিবারের সদস্যদের ধাক্কাধাক্কি ও হেনস্তা করা হয়েছে।' পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইস্পাত নগরীর বি-জোন এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে পুলিশ।

হারিয়ে গেছে শীলষষ্ঠীর ব্রত কথা শোনা

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পাড়ায় পাড়ায় মহিলাদের একজায়গায় বসে শিলষষ্ঠী ব্রত শোনা হারিয়ে গেছে। দক্ষিণবঙ্গ বিশেষ করে রাঢ়ের একটি জনপ্রিয় লোকাচার হারিয়ে গেছে। শনিবার সরস্বতী পূজার পর দিন জেলার ৩০টিরও বেশি গ্রামে ঘুরে এমনই ছবি দেখা গেছে। এই ব্রত হারিয়ে যাওয়ায় হতাশ মহিলারা। রাঢ়ে সরস্বতী পূজার পর দিন জেলায় রান্না হয় না। বাড়িতে বাড়িতে অরন্ধন পালিত হয়। বাসিপান্তা, গোটাসিদ্ধ বা সিজনে খাওয়া হয়। রান্না না থাকায় সকালের দিকে উনুন ও শিলনোড়া পূজা (শিলষষ্ঠী / শীতলষষ্ঠী) আর পড়ন্ত দুপুরে পান্তা খেয়ে রোদে পাড়ার এক জায়গায় সকলে গোল করে বসে শীতল ষষ্ঠীর ব্রত কথা শোনা। এই মেয়েলি ব্রত, সধবা মহিলারা সংসারের মঙ্গল কামনায় শুনেন ও পালন করে থাকেন। পৌরাণিক বা লোককাহিনী অনুসারে, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ছিল, যাদের পুত্রবধূরা বারবার সন্তান প্রসব করলেও তা অকালে মারা যেত। ব্রাহ্মণী অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে মা ষষ্ঠীর আরাধনা করেন। ষষ্ঠী দেবীর কৃপায় তিনি জানতে পারেন, এই সন্তানহানির কারণ তাঁর বৌমাদের অসাবধানতা। এরপর মা ষষ্ঠী বৃদ্ধাকে শীতল ষষ্ঠী ব্রত পালনের নির্দেশ দেন। অযোধ্যা, পেঁচাকুড়া, বিডরা, ধরাপাট, আমরাল, রাধানগর, জয়রামপুর লায়েকবাঁধ, পাঁচাল ইত্যাদি প্রায় ৩০টি গ্রামে ঘুরে মাত্র ৩ জায়গায় শীতল ষষ্ঠীর ব্রতকথা পাঠ হতে দেখা যায়। অতসী ভট্টাচার্য্য, রত্না গোস্বামী, নমিতা গোস্বামী নামের গৃহবধূরা জানান, সরস্বতী পূজার পরের দিন পান্তা খাওয়ার পর পাড়ার মহিলারা এক জায়গায় রোদে বসে শীতল ষষ্ঠীর মহিমা ব্রতকথা শুনতেন। তাঁদের বিশ্বাস এই ব্রত কথা শুনলে ষষ্ঠীদেবী সন্তুষ্ট হন। এতে পরিবারের সকলে মঙ্গল হয়। পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা এই কথা শোনাতেন। গত দু'বছর আগে সেই বৃদ্ধা মারা যান। সেই থেকেই পাড়ার মহিলারা একসঙ্গে বসে ব্রত শোনা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে তাদের মন ভাল নেই। অনিষ্ঠ চিন্তা হয়। যদিও তারা বাড়িতে বাড়িতে ব্রতকথা পাঠ করেন। বোদড়া, জুনবেদিয়া, মানকানালি, শালবনী ও আঁচুড়ি ইত্যাদি গ্রামগুলিতে কোথাও মহিলারা একজায়গায় বসে শীতলষষ্ঠীর ব্রত কথা শোনার দৃশ্য চোখে পড়েনি। এতে তাঁরা হতাশ। ফাল্গুনি আঠা, ঝর্না পাল, সুতপা মাকুড় ও ভক্তি আঠা জানান, সরস্বতী পূজার পর দিন রান্না না থাকায় তাদের কাজের চাপ কম থাকে। পাড়ার মহিলারা একজায়গায় জড় হোতেন। একসঙ্গে ব্রতকথা শোনা ও গল্পগুজব ও কুশল বিনিময় করা হতো। মহিলারা একজায়গায় হওয়া ও সামাজিক মেলামেশার সুযোগ ছিল। ব্রত পাঠের মহিলা না মেলায় তা বন্ধ হয়ে গেছে। এই পাঠ করতে নতুন কেউ এগিয়ে আসেন না। তবে গত তিনবছর এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল হিসাবে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস তাদের অনেককে নিয়ে শীতলষষ্ঠী ব্রত ও জলাশয়, গুগলি, শামুক, শ্যাওলা, বাঁশ পাতা ও অশ্বত্থের অবদান নিয়ে নাটক, নাচ ও গানের আনুষ্ঠান করছে। তারা এতে অংশ নেন। তবে শীতল ষষ্ঠির ব্রত একসঙ্গে বসে শোনার মজা একে বারে আলাদা। শালবনীর মনিকা আঠা বলেন, শীতল ষষ্ঠির ব্রত পাঠ একটি বিশেষ সুরে ছড়া আকারে সুর করে বলা হতো। সেটা হারিয়ে যেতে বসায় একটা লোকসংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। এই সংস্কৃতি ধরে রাখতে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে এগিয়ে আসা দরকার।

দুর্গাপুর আন্তর্জাতিক ম্যারাথনে ক্রীড়াবিদ হোসে ব্যারেটো

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ম্যারাথনে অংশ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ হোসে ব্যারেটো। তিনি বলেন, দুর্গাপুরে আসতে তাঁর বরাবরই ভালো লাগে এবং এই আন্তর্জাতিক ম্যারাথনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত। হোসে ব্যারেটোর কথায়, এদিন ম্যারাথনে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়েছে, যা দুর্গাপুরের সমৃদ্ধ ক্রীড়া সংস্কৃতির এক ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। দুর্গাপুরের মানুষ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ম্যারাথনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয় বলেও মন্তব্য

করেন তিনি। এই উৎসবমুখর পরিবেশে একটি দুর্দান্ত সকাল কাটানোর অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন হোসে ব্যারেটো। তাঁর মতে, আজকের দিনটি শুধু দুর্গাপুর শহরের জন্যই নয়, ক্রীড়াপ্রেমী ও ম্যারাথনপ্রেমীদের কাছেও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক এই ম্যারাথনকে সফল করে তোলার জন্য দুর্গাপুরবাসীর উদ্যোগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি এবং সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

গোঁসাই পরবে ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ছোঁয়া

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে, জাতপাত ও ধর্মের সমস্ত সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে এক মানবিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আরামবাগের তেঘরির মাঠে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব। সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করা এই পরব যেন কেবল একটি উৎসব নয়, বরং বাংলার লোকসংস্কৃতি ও সম্প্রীতির এক জীবন্ত দলিল। এবছরের থিম সং, 'গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান, আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম' অতীতের সেই সৌহার্দ্যের স্মৃতিকে নতুন করে জাগিয়ে তুলছে। গোঁসাই পরব কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোস্যাইটির উদ্যোগে শহরজুড়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পরবের সূচনা হয়। ঢাকের তালে তালে, মানুষের ঢল নামিয়ে গোটা আরামবাগ যেন উৎসবের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত বাউল শিল্পী অনন্ত দাস গোঁসাই। তাঁর কণ্ঠে বাউল গানের সুর যেন

এই পরবের দর্শনকে আরও গভীরভাবে স্পর্শ করে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের মহকুমা শাসক রবি কুমার, হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারি, প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী-সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষজন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে গোঁসাই পরবের সামাজিক তাৎপর্য এবং ভবিষ্যতে এই পরবকে আরও বৃহৎ আকারে গড়ে তোলার প্রত্যয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা নামলেই মূল মঞ্চে গোঁসাই পরবের সদস্যদের গানে গানে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে তেঘরির মাঠ। বাউল সুরে, লোকসংগীতের আবেশে দর্শকেরা হয়ে উঠছেন মগ্ন। এবছর পরবের মাঠে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির আদলে গড়ে ওঠা ভাইবস দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে। অন্নপূর্ণা মন্দির সংলগ্ন একটি আমবাগানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই পরব প্রাঙ্গণ নিজস্ব শিল্পীসত্তার ছোঁয়ায় রূপ নিয়েছে এক মোহময় লোকভূমিতে। আগামী ২৬শে জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব। দেশ-বিদেশের বাউল শিল্পীদের পরিবেশনার পাশাপাশি রয়েছে হস্তশিল্প মেলা, পিঠেপুলির স্টল ও নানান রকমারি দোকান। বাংলার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের সম্ভার দর্শকদের টানছে বারবার। এই প্রসঙ্গে গোঁসাই পরবের সম্পাদক শান্তনু রায় বলেন, 'আমাদের উৎসব সবার। এই পরব কোনও একটি সম্প্রদায়ের নয়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনক্ষেত্র। গোঁসাই পরবের মাধ্যমে বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।'

‘ভোটদান গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর নাগরিকদের আস্থারই প্রতিফলন’

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি: ভোটদান দেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি নাগরিকদের আস্থার প্রতিফলন। জাতীয় ভোটার দিবসে এই বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার বলেছেন, ভোটদান কেবল একটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তি নয়, বরং দেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি নাগরিকদের আস্থার প্রতিফলন। নতুন দিল্লিতে জাতীয় ভোটার দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভোটদান এমন একটি মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে যার মাধ্যমে নাগরিকরা নিজেদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, আজকের ভোটাররা ভবিষ্যতের স্থপতি। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের জন্য তাঁদের সাংবিধানিক কর্তব্যগুলি মাথায় রেখে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি মুর্মু ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ-তে ভারতের সভাপতিত্বের কথাও তুলে ধরেন। নিজের ভাষণে রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেন, সম্প্রতি সমাপ্ত ভারত আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সম্মেলনে ৪২টি নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থা এবং বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

‘সঠিক ভোট, সঠিক দিশা’

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি: ষোড়শ জাতীয় ভোটার দিবসে বিশেষ বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক্স মাধ্যমে তিনি জানান, ‘জাতীয় ভোটার দিবস দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমাদের সংবিধান প্রতিটি ভোটারকে সমান ক্ষমতা দিয়েছে ও সঠিক ভোট আমাদের দেশকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে।’ এক্স মাধ্যমে তিনি আরও জানান, ‘জাতীয় ভোটার দিবসে আমাদের সমস্ত নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাদের ভোটদান ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করা ও কোনও বহিরাগত ফ্যাক্টর যাতে এটিকে কলুষিত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই দিনে আমরা আমাদের ভোটের শক্তিকে একটি উন্নত ও শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার জন্য একত্রিত করার অঙ্গীকারে নিজেদের পুনর্ব্যক্ত করতে পারি।’

‘ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া দেশের গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করে’

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি: জাতীয় ভোটার দিবসে এসআইআরের বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর কথায়, এসআইআরের মাধ্যমে ‘ভোটের অধিকার’ কেড়ে নেওয়া দেশের গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করে। খাড়গে রবিবার এক্স মাধ্যমে জানান, ‘জাতীয় ভোটার দিবস একটি শক্তিশালী স্মারক যে একটি দেশের ভবিষ্যৎ নিজস্ব জনগণের উপর নির্ভরশীল এবং আমাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর আমাদের ভাগ্য গঠন করতে পারে।’ খাড়গে আরও জানান, ‘ভারতের জনগণ একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং নির্ভীক নির্বাচনের দাবি রাখে, যেখানে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা এবং সমান সুযোগ-সুবিধা প্রাথমিক প্রয়োজন। ভোট চুরি এবং অপরিকল্পিত এসআইআরের মাধ্যমে ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া ভারতের দীর্ঘকালীন গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করে।

সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচন কমিশনের মতো আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমাগত চাপের সম্মুখীন হয়েছে। তাই তাদের স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতা রক্ষা করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব, যাতে গণতন্ত্র কেবলমাত্র টিকে থাকা নয়, বরং সত্যিকার অর্থে সমৃদ্ধ হয়।’

দলের ভার তেজস্বীকেই তুলে দিলেন লালুপ্রসাদ

পাটনা, ২৫ জানুয়ারি: একের পর এক নির্বাচনে হার। অপরিপক্ক সিদ্ধান্তে দলের ভরাডুবি। একগুঁয়েমির জেরে পরিবারে ভাঙন। অথচ এত কিছু উপেক্ষা করেও ছোট ছেলে তেজস্বী যাদবকে নিজের রাজপাট তুলে দেওয়ার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন লালুপ্রসাদ যাদব। রবিবার আরজেডির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় তেজস্বীকে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করা হল। লালুপ্রসাদ যাদব এখনও আরজেডির সর্বভারতীয় সভাপতি। কিন্তু বয়স ও অসুস্থতার জন্য লালু অব্যাহতি চান। এমনিতে তিনি আরজেডির দৈনন্দিন কার্যকলাপ দেখেন না। সেসব এতদিন বকলমে তেজস্বীই দেখেছিলেন। তবে সেটা বেসরকারিভাবে। এবার সরকারিভাবে তেজস্বীই দলের সর্বেসর্বা হতে চলেছেন। রবিবারের সভায় তাঁকে কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে। লালুপ্রসাদ যাদব নিজে ছেলের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন। দলের সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন তাঁর মা রাবড়ি দেবীও। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তেজস্বীর নেতৃত্বে একের পর এক ভোটে ভরাডুবি হচ্ছে আরজেডির। ২০২০ বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল হারে। গত বছর বিধানসভায় লালুর দল কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মাঝে লোকসভাতেও সেই হারের মুখই দেখতে হয়েছে। এসবের মধ্যে দল ও পরিবারের লাগাতার ভাঙনও ধরা পড়ছে। লালুর বড় ছেলে তেজপ্রতাপ ইতিমধ্যেই পরিবার ছেড়েছেন। মেয়েরাও একে একে ভাই তেজস্বী ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের তোপ দেগে পরিবার ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে দল বা পরিবার কোনওটাই সুচারুভাবে চলছে না তেজস্বী যাদবের আমলে। তা-ও তাঁকেই ‘প্রমোশন’ দিচ্ছেন লালু। আসলে লালুর হাতে বিকল্পও নেই। বড় ছেলে তেজপ্রতাপ পরিবার ছাড়া। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বহু প্রশ্ন আছে। মেয়েদের মধ্যেও তেমন জনপ্রিয় মুখ কেউ নেই।

দুষ্কৃতী দমনে ধরপাকড়, আজ কড়া নিরাপত্তার মোড়কে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি: সাধারণতন্ত্র দিবসের আগেই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে রাজধানীতে বড়সড় অভিযান চালাল দিল্লি পুলিশ। ‘অপারেশন কবচ ১২.০’-এর আওতায় এই অভিযান চালানো হয়। আর এই অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৮৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৪২৯ জনকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে দিল্লি পুলিশ। পাশাপাশি একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তও শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে কড়া নিরাপত্তার মোড়কে মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজধানী দিল্লিকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ২৬ জানুয়ারি দিল্লির নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকবে ৩০ হাজারেরও বেশি পুলিশ এবং ৭০ কোম্পানির বেশি আধাসেনা। অর্থাৎ, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ এবং আধাসেনার সংখ্যা সব মিলিয়ে হবে ৩৮ হাজারেরও বেশি। শুধু তাই নয়, অপরাধীদের ধরতে পুলিশের চোখে থাকবে আধুনিক ক্যামেরা। যা কিনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির ‘স্মার্ট গ্লাস’। যা চিনিয়ে দেবে অপরাধীদের বা চিহ্নিত করে দেবে সন্দেহভাজনদের! এমন চশমা পরে সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির পাহারায় থাকবেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

এছাড়াও গোটা দিল্লিকেই উন্নত প্রযুক্তির সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ। এর মধ্যেই দুষ্কৃতী রুখতে বড়সড় পদক্ষেপ নিয়েছে দিল্লি পুলিশ। সাধারণতন্ত্র দিবসের আগেই বিশেষ অভিযান ‘অপারেশন কবচ ১২.০’ চালায় দিল্লি পুলিশ। আর এই অভিযান গত ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চালানো হয়। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এই অভিযানে ১৪৭টি দল ৩২৫টি স্থানে অভিযান চালায়।

তল্লাশি অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৮৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৪২৯ জনকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে দিল্লি পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বেশ কয়েকজন কুখ্যাত দুষ্কৃতীকেও। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষ এই অভিযান গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অভিযান চলাকালীন চেক পয়েন্টগুলিতে কড়া নজরদারি চালানো হয়েছে। পাশাপাশি টহলদারিতেও জোর দেওয়া হয়। সাধারণতন্ত্র দিবসে এবার জঙ্গিদের নিশানায় রয়েছে দিল্লি! দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এসেছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে রয়েছে খলিস্তানি জঙ্গি সংগঠন, জইশ-ই-মহম্মদ, আল কায়দা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন। দাবি, অপারেশনের নাম ‘কোড নেম ২৬-২৬’। এই বিষয়টি নজরে রেখেই সাধারণতন্ত্র দিবসে এবার দিল্লির নিরাপত্তা আরও আটোঁসাটোঁ করা হয়েছে।

ভয়াবহ তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২৫ জানুয়ারি: ভয়াবহ তুষারঝড়ের দাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই শক্তিশালী ঝড়ে সারা দেশে প্রায় ১৩ হাজার বিমান বাতিল হয়েছে এবং অন্তত ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রাহক বিনা বিদ্যুতে দিনযাপন করছেন। ইতিমধ্যেই নিউ মেক্সিকো থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত একাধিক রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। মার্কিন জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবার তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১৪ কোটি মানুষ তুষারঝড়ের সতর্কতার আওতায় রয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে বস্টন পর্যন্ত এলাকায় ১ থেকে ২ ফুট পর্যন্ত তুষারপাতের আশঙ্কা রয়েছে। ঝড়ের জেরে টেক্সাস ও লুইজিয়ানায় সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। গাছ ভেঙে ঘরবাড়ি ও রাস্তায় পড়ে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। নিউ জার্সিতে বাণিজ্যিক যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি এবং মহাসড়কে গতি সীমা কমানো হয়েছে। তাপমাত্রা নেমে গেছে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত, যা প্রায় তিন দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত ফেডারেল সহায়তা অনুমোদন করেছেন।

তুষারপাতে মানালিতে যানজটে নাজেহাল পর্যটকরা, ভূস্বর্গে উল্লাস

মানালি ও শ্রীনগর, ২৫ জানুয়ারি: তুষারাবৃত রাস্তায় দাঁড়িয়ে সারি সারি গাড়ি। গাড়ির ভিতরেই রাত কাটাতে হল পর্যটকদের। সপ্তাহান্তের ভিড় ও তুষারপাতের জেরে ভয়াবহ যানজট তৈরি হল হিমাচল প্রদেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র মানালিতে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে যানজট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল।

শনিবারও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আশপাশের হোটেল-লজগুলি ভর্তি থাকায় পর্যটকদের গাড়িতেই রাত কাটাতে হয়। কোঠি থেকে মানালি পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায় শয়ে শয়ে গাড়ি।

প্রশাসন সূত্রে খবর, তুষারপাতের জেরে রাজ্যজুড়ে ৬৮৫টি রাস্তা বন্ধ। সবচেয়ে বেশি রাস্তা বন্ধ লাহুল এবং স্পিতি জেলায়। সেখানে ২৯২টি রাস্তা বন্ধ হয়ে রয়েছে।

এছাড়াও চাম্বায় ১৩২টি, মান্ডিতে ১২৬টি, সিরমৌরে ২৯টি, কিন্নৌরে ২০টি, কাংড়ায় ৪টি, উনায় দুটি এবং সোলানে একটি রাস্তা বন্ধ। তুষারপাতের জেরে সিমলার একাধিক এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ২৬-২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের আভাস থাকায় সতর্কতা জারি করেছে হিমাচল প্রদেশ সরকার। অন্য দিকে, জম্মু ও কাশ্মীরেও তুষারপাত হয়েই চলেছে। সেখানে অবশ্য প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে খুশি পর্যটকরা।

জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যান্য অংশের পাশাপাশি রাজৌরিতেও চলতি মরসুমে ভারী তুষারপাত হয়েছে, কোটরাঙ্কা বুধল অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য তুষারপাত হয়েছে, পর্যটকরা তুষারপাতের পর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। রাজৌরির ডিসি অভিষেক শর্মা বলেন, ‘পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জন্য পীর পাঞ্জাল পর্বতমালায় ভারী তুষারপাত হয়েছে।

রাজৌরিতে সর্বাধিক তুষারপাত থানামান্ডি এবং কোটরাঙ্কা মহকুমায় দেখা গেছে। গতকাল আমার সফরের সময়, থানামান্ডিতে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং সেগুলি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। কোটরাঙ্কায় বিদ্যুৎ পুনরুদ্ধার রবিবার রাতের মধ্যে সম্পন্ন হবে। যানবাহন চলাচলও শীঘ্রই পুনরুদ্ধার করা হবে।’ ‘প্রকল্প সম্পর্ক’-এর অংশ হিসেবে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন রাজৌরি এবং পুঞ্চের মধ্যে ১৪৪এ জাতীয় সড়ক পুনরায় খুলে দিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলাতেও ভারী তুষারপাত হয়েছে।

তুষারপাতের পর ভাদেরওয়াহ নির্মল সাদা আশ্চর্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। শ্রীনগরেও এদিন নতুন করে তুষারপাত হয়েছে। প্রবল তুষারপাত ও কনকনে ঠান্ডার মধ্যে কর্তব্যে অবিচল সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপনের আগে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ (জেকেপি) স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) কর্মীদের সঙ্গে ভাদেরওয়াহর তুষারাবৃত ঘন বনাঞ্চলে টহল অভিযান পরিচালনা করে।

ময়দান

পদ্মশ্রী রোহিত ও হরমনপ্রীত

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি: পদ্মসম্মান দেওয়া হচ্ছে ভারতের দুই বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও হরমনপ্রীত কৌরকে। চলতি বছর কারা পদ্মসম্মান পাচ্ছেন সেই তালিকা রবিবার প্রকাশিত হয়েছে। দেশের মোট ৯ ক্রীড়াবিদ এই সম্মান পাবেন। তালিকায় রয়েছেন রোহিত ও হরমনপ্রীত। ২০২৪ সালে রোহিতের নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। ২০২৫ সালে রোহিতের নেতৃত্বেই ভারত জিতেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এই সাফল্যের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ২০২৫ সালে ভারতের মহিলা দলকে প্রথম বার এক দিনের বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন হরমনপ্রীত কৌর। দুই ক্রিকেটারকেই পদ্মশ্রী দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এক ক্রীড়াবিদ পাচ্ছেন পদ্মভূষণ। টেনিস কিংবদন্তি বিজয় অমৃতরাজকে দেওয়া হচ্ছে দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান। ১৯৮৩ সালে পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন বিজয়। তার আগে ১৯৭৪ সালে পেয়েছিলেন অর্জুন পুরস্কার। এবার পাচ্ছেন পদ্মভূষণ। এখন অবশ্য ভারতে থাকেননি বিজয়। আমেরিকার নাগরিক তিনি।

আরও এক ক্রিকেটার পাচ্ছেন পদ্মশ্রী। তিনি হলেন ভারতের প্রাক্তন পেসার প্রবীণ কুমার। ভারতের মহিলা হকি দলের গোলরক্ষক সবিতা পুনিয়াকে দেওয়া হচ্ছে পদ্মশ্রী। ক্রীড়ায় অসামান্য অবদানের জন্য বলদেব সিংহ, ভগবানদাস রাইকোয়ার ও কে পাজানিভেলকেও দেওয়া হচ্ছে পদ্মশ্রী।

মরণোত্তর পদ্মশ্রী পাচ্ছেন ভ্লাদিমির মেস্তভিরিশভিলি। জর্জিয়ার নাগরিক ভ্লাদিমির কুস্তির কোচ ছিলেন।

১০ ওভারে ১৫৫! বর্ষাপাড়ায় সূর্য-অভিষেক ঝড়ে বিধ্বস্ত নিউজিল্যান্ড!

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ঠিক আগে ভারতীয় দল যে ভয়ংকর ফর্মে রয়েছে, তার আরও একটি প্রমাণ মিলল নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গুয়াহাটির ম্যাচে। দু’ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেললেন সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে নিউ জিল্যান্ড ৯ উইকেটে ১৫৩ রান তুললেও, জবাবে মাত্র ১০ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান তুলে নেয় ভারত। এই ৮ উইকেটের জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারতীয় দল। এই মুহূর্তে ভারতীয় শিবিরে আত্মবিশ্বাস এতটাই তুঙ্গে যে, শুরুতেই উইকেট পড়লেও তাতে কোনও উদ্বেগ দেখা যায় না। এ দিনও ইনিংসের প্রথম বলেই সঞ্জু স্যামসন শূন্য রানে আউট হন। ঈশান কিশনও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। কিন্তু এসব ব্যর্থতা যেন দলকে ছুঁতেই পারছে না। কারণ অন্য প্রান্তে রয়েছেন অভিষেক শর্মা ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব; টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের দুই বিধ্বংসী ব্যাটার। অভিষেক শর্মা এ দিন কার্যত একাই ম্যাচ শেষ করে দেন। মাত্র ১৪ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন তিনি, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অন্যতম দ্রুততম। ৭টি চার ও ৫টি ছক্কার সাহায্যে ২০ বলে অপরাজিত ৬৮ রান করেন অভিষেক। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল অবিশ্বাস্য ৩৪০। অন্য প্রান্তে সূর্যকুমার খেলেন ২৬ বলে ৫৭ রানের ঝকঝকে ইনিংস, যেখানে ছিল ৬টি চার ও ৩টি ছক্কা। দু’জনের জুটিতে মাত্র কয়েক ওভারেই উঠে যায় ১০২ রান। প্রতি ওভারে ১৫-১৬ রান তোলা যেন তাঁদের কাছে জলভাত। নিউ জিল্যান্ডের কোনও বোলারই এই আগ্রাসন সামলাতে পারেননি। অভিষেকের ব্যাটিংয়ে এতটাই বিস্মিত হন গ্লেন ফিলিপ্স যে ম্যাচ শেষে তাঁর ব্যাট হাতে নিয়ে দেখেন;

সত্যিই কি এর মধ্যে বিশেষ কিছু রয়েছে! তবে সমস্যাটা ব্যাটে নয়, বরং ভারতীয় ব্যাটারদের আত্মবিশ্বাস, আইপিএল ও শক্তিশালী ঘরোয়া কাঠামোর ফলেই এই দাপট। বোলিংয়েও ভারতীয় দল ছিল কার্যকর। রায়পুরে বিশ্রামের পর ফিরে এসে জসপ্রিত বুমরাহ ১৭ বলেই ৩ উইকেট তুলে নেন। হার্দিক পাণ্ড্য ২৩ বলে ২ উইকেট নেন, রবি বিষ্ণোই ১৮ রানে ২ উইকেট নিয়ে দলের বিকল্প শক্তি বাড়ান। হর্ষিত রাণাও ৩৫ রানে ১ উইকেট পান। নিউ জিল্যান্ডের পক্ষে ম্যাট হেনরি, ইশ সোধি ও মিচেল স্যান্টনার তুলনামূলক কম রান খরচ করলেও ওভারপ্রতি ১৪ রান দেওয়াই তাঁদের সর্বোচ্চ সাফল্য। এই জয়ে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক টেস্ট ও এক দিনের সিরিজে হারের বদলাও নিল ভারত। বিশ্বকাপের আগে অভিষেক, সূর্য, ঈশানদের ফর্ম নিঃসন্দেহে বড় ইতিবাচক দিক। যদিও লোয়ার মিডল অর্ডারের ব্যাটাররা এখনও পর্যাপ্ত ম্যাচ অনুশীলন পাচ্ছেন না; সিরিজের শেষ দু’ম্যাচে এই বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয়ই ভাববেন কোচ। অন্য দিকে, উপমহাদেশের পিচে বোলারদের মানিয়ে নেওয়া নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাচ্ছে নিউ জিল্যান্ড শিবিরে। বিশ্বকাপের আগে কাইল জেমিসনদের আত্মবিশ্বাস যে বেশ নড়বড়ে, তা বলাই বাহুল্য।

উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সূচনা হল পুরপিতা জীবন সাহার উদ্যোগে আয়োজিত মেগা ওয়াকাথনের। পায়রা বেলুন উড়িয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তিনি। ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত ওয়াকাথনে যোগ দেন প্রায় ৫০০০ মানুষ। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য ওয়ার্ডের পুরপিতা পুরমাতারা।

গঙ্গার বুকে ১৮৫৮-এর স্মৃতি ‘ব্যারাকপুর রো’-তে ঐতিহ্যের দাঁড় টানল ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব। এটাই ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সিগনেচার ইভেন্ট। ব্রিটিশ আমলে শুরু হওয়া সেই ধারাই বজায় রেখে চলেছেন ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী। বাবুঘাট থেকে ব্যারাকপুর, সূর্যোদয় থেকে গোল্ডেন আওয়ার সূর্যাস্ত পর্যন্ত, টানা রোয়িং চলল গঙ্গাবক্ষে।

শামির পাঁচ, বোনাস পয়েন্টে জয়ে রঞ্জির কোয়ার্টারে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবারেই ছবিটা কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রঞ্জি ট্রফিতে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ইনিংস জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল বাংলা। ফলো-অন করতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে সার্ভিসেস পিছিয়ে ছিল ১০২ রানে, হাতে ছিল মাত্র দুইটি উইকেট। চতুর্থ দিনের সকালে সামান্য লড়াইয়ের চেষ্টা করলেও হার এড়াতে পারেনি তারা। শেষ দুই উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের ইতি টানেন আকাশ দীপ ও শাহবাজ আহমেদ। ইনিংস ও ৪৬ রানে বড় জয় তুলে নিয়ে সাত পয়েন্ট সংগ্রহ করে গ্রুপ ‘সি’-র শীর্ষে উঠে এল লক্ষ্মীরতন শুক্লার নেতৃত্বাধীন বাংলা দল। রঞ্জি ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত অপরাজিতই রইল বাংলা।

ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য দেখায় বাংলার ব্যাটাররা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে রানের পাহাড় গড়ে তোলেন তাঁরা। অসাধারণ ডাবল সেঞ্চুরি করেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। ৩২৭ বল খেলে ২০৯ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দেন তিনি, যা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সুদীপকে যোগ্য সঙ্গত দেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন, যিনি দায়িত্বশীল ব্যাটিং করে ৮১ রান করেন। মিডল অর্ডারে দৃঢ়তা দেখান উইকেটকিপার-ব্যাটার শাকির হাবিব গান্ধি। সাত নম্বরে নেমে তিনি অপরাজিত থাকেন ৯১ রানে। এই তিন জনের ব্যাটে ভর করে বাংলার প্রথম ইনিংস থামে ৫১৯ রানে।

এত বড় রানের পাহাড়ের সামনে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল চাপে পড়ে যায় সার্ভিসেস। সেই চাপকে পুরোপুরি কাজে লাগান বাংলার পেসাররা। নিজেদের প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৮৬ রানেই অল আউট হয়ে যায় সার্ভিসেস। বাঁহাতি পেসার সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল একাই চারটি উইকেট তুলে নেন। তাঁকে কার্যকরভাবে সহায়তা করেন মহম্মদ সামি ও আকাশ দীপ। আকাশ নেন তিনটি উইকেট, সামির ঝুলিতে যায় দুইটি। ৩৩৩ রানে পিছিয়ে থাকায় সার্ভিসেসকে ফলো-অন করানোর সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন।

দ্বিতীয় ইনিংসে কিছুটা লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেয় সার্ভিসেস। মোহিত আহলাওয়াট ৬২ ও রজত পাল্লিওয়াল ৮৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। জয়ন্ত গোয়াত অপরাজিত থাকেন ৬৭ রানে। তবে এই প্রতিরোধ বেশিক্ষণ টেকেনি। বাংলার বোলিং আক্রমণের সামনে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয় তাদের। মহম্মদ সামি একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে নিজের প্রভাব স্পষ্ট করে দেন। মুকেশ, সুরজ ও আকাশ দীপ ভাগ করে নেন বাকি উইকেটগুলো। সার্ভিসেসের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ২৮৭ রানে। এর ফলে ইনিংস ও ৪৬ রানে বড় জয় নিশ্চিত করে বাংলা।

এই জয়ের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে রইল অনুষ্টুপ মজুমদারের শততম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ। ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বাংলা দল যে এই মরসুমে রঞ্জি ট্রফিতে বড় কিছু করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে, এই ম্যাচ তারই স্পষ্ট প্রমাণ।

সায়নের গোলে জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্তোষ ট্রফির গ্রুপ পর্বে জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার। রাজস্থানকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিটও প্রায় পাকা করে ফেলল বাংলা। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে ৮৯ মিনিটে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোলে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ১-০ গোলের ব্যবধানে জিতলেন সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। বাংলার হাতে এখনও দু’টি ম্যাচ রয়েছে। আপাতত গ্রুপ শীর্ষে রয়েছেন রবিরা। তিন ম্যাচে ছয় গোল এবং ক্লিনশিট অনেক বড় প্রাপ্তি বলে মনে করছেন কোচ সঞ্জয় সেন। উত্তরাখণ্ড ম্যাচের মতোই এদিনও শেষ পর্যন্ত গোলের জন্য লড়াই করতে হয় রবি-করণ রাইদের। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পরিবর্ত হিসেবে নামা সায়নের গোলে জয় পেল বাংলা। বিকি থাপার ক্রস পেয়ে নরহরির হেড রাজস্থান গোলকিপার বাঁচিয়ে দেন। ফিরতি বলে শরীর ছুঁড়ে জালে বল জড়িয়ে দেন সায়ন। প্রথমার্ধ গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। বাংলা আক্রমণ চালিয়ে গেলেও রাজস্থানও পাল্টা প্রতিআক্রমণে ওঠে। বাংলার গোলকিপার সোমনাথ দত্ত অবশ্য নিজের জায়গায় স্থির ছিলেন। গত ম্যাচে নরহরিকে সুপার সাব হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন কোচ, তিনিই গোল করে জিতিয়েছিলেন। এদিনও সুপার সাব সায়ন ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

করোনা থেকে নিপা

লক্ষ্য হোক সচেতনতা ও সুস্থতা

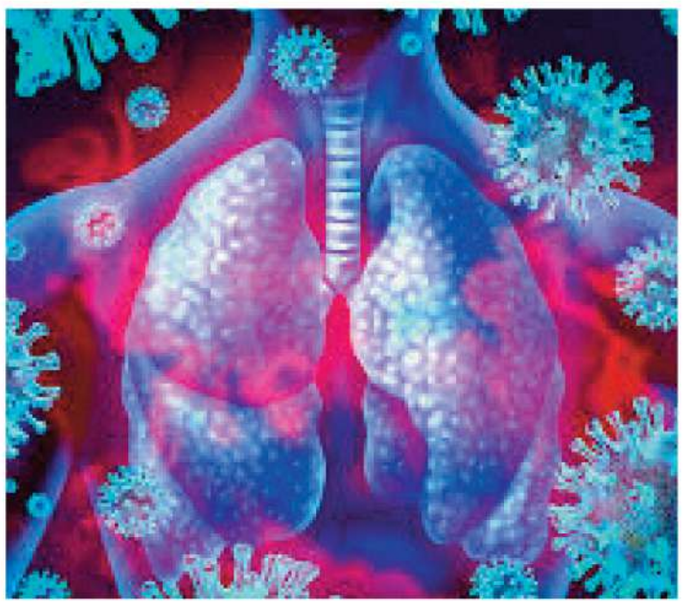

পার্থজিৎ বণিক

বিগত কয়েক বছরে বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাসের তাণ্ডব আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে যে, সংক্রামক ব্যাধি কতটা ভয়াবহ হতে পারে। সময় এগিয়েছে, স্বজন হারানোর বেদনা হয়ত কিছুটা কমেছে, পাশাপাশি কেটেছে করোনার রেশ। তবে এখন নতুন করে জনমনে ভীতি ছড়াচ্ছে 'নিপা ভাইরাস'। যদিও করোনা এবং নিপা ভাইরাসের প্রকৃতি ও ছড়িয়ে পড়ার ধরন সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই একটি বিষয় অভিন্ন- আর তা হলো সচেতনতা। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিলে যেকোনো মহামারী বা সংক্রমণ রুখে দেওয়া সম্ভব।

করোনা আমাদের শিখিয়েছে মাস্ক পরা, হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্বের গুরুত্ব। নিপা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও আমাদের সেই সতর্কতার অভ্যাস গুলো কাজে লাগাতে হবে। নিপা মূলত বাদুড় থেকে মানুষের দেহে ছড়ায়। শীতকালে কাঁচা খেজুরের রস পান করা আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় সংস্কৃতি হলেও, এই রসই এখন নিপা সংক্রমণের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

করোনার তুলনায় নিপা ভাইরাসের সংক্রমণের হার কম হলেও এর মৃত্যুহার অনেক বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে, নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর হার ৪০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রদাহ (এনসেফালাইটিস) বা মারাত্মক শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। যেহেতু এই রোগের নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষেধক বা টিকা নেই, তাই ব্যক্তিগত সচেতনতাই আমাদের প্রধান ঢাল। আতঙ্কিত না হয়ে সহজ কিছু নিয়ম মেনে চলাই আপাতত যথেষ্ট। খেজুরের রস বাদুড়ের লালা বা মলমূত্র দ্বারা দুষিত হতে পারে। তাই যেকোনো মূল্যে কাঁচা রস পান করা বন্ধ করতে হবে। পাখি বা বাদুড়ে খাওয়া অর্ধেক ফল বা মাটিতে পড়ে থাকা ফল ভুলেও খাওয়া উচিত নয়। বাজারের ফল ভালো করে ধুয়ে খাওয়ার অভ্যাস বজায় রাখতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়া এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার যে শিক্ষা আমরা করোনা থেকে পেয়েছি, তা নিপা প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও সমান কার্যকর।

- সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ গুলো অনেকটা সাধারণ জ্বরের মতো (জ্বর, মাথাব্যথা, গলা ব্যথা ও পেশিতে ব্যথা)। তবে দ্রুতই এটি মারাত্মক আকার ধারণ করে জ্ঞান হারানো বা তীব্র শ্বাসকষ্টের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
- ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পর লক্ষণ দেখা দিতে সাধারণত ৪ থেকে ১৪ দিন সময় লাগে, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৪৫ দিন পর্যন্ত হতে পারে।
- নিপা শুধু রস বা ফলের মাধ্যমে ছড়ায় না, এটি আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশি বা লালার মাধ্যমে অন্য সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে।
- বাদুড় থেকে এই ভাইরাস মাঝে মধ্যে শুকর বা অন্যান্য গবাদি পশুর মাধ্যমেও মানুষের কাছে আসতে পারে। তাই পশু পালনের ক্ষেত্রেও পরিচ্ছন্নতা জরুরি।

করোনা আমাদের শিখিয়েছে যে, একজন অসচেতন মানুষ পুরো সমাজের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। নিপা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও তাই। গ্রামীণ এলাকায় যেখানে সচেতনতা কম, সেখানে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব। গুজব ছড়ানো বন্ধ করে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর আস্থা রাখতে হবে।

রোগের চেয়ে আতঙ্ক অনেক সময় বেশি ক্ষতি করে। করোনাকে আমরা জয় করেছি ধৈর্য আর সচেতনতা দিয়ে। নিপা ভাইরাসকেও একইভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব। খাদ্যাভ্যাসে সামান্য পরিবর্তন আর একটুখানি সতর্কতা আমাদের জীবনকে নিরাপদ রাখতে পারে। মনে রাখবেন, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম।

পিরিয়ডের সঙ্গী পিরিয়ড প্যান্টি

একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা

জয়দেব বেরা

পিরিয়ড হল নারীদের একটি জৈবিক বিষয়।পিরিয়ড হল নারী তথা মাতৃত্বের অহংকার।এই পিরিয়ড হল সৃষ্টির শক্তি।এই পিরিয়ডের সময় একজন নারীকে জৈবিকভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়।বিশেষ করে ছাত্রী, কর্মজীবী মহিলাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়, কারণ তারা অনেকক্ষণ কাজের সাথে যুক্ত থাকেন, ছাত্রীদেরকে দীর্ঘক্ষণ স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে হয়।এই সময় প্রিয়জনদের উচিত সামাজিক ও মানসিকভাবে প্রত্যেক নারীদের পাশে থাকা।যাইহোক,এতদিন নারীদেরকে পিরিয়ডের জন্য প্যাড বা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করতে হতো।এতে যেমন সুবিধা হতো আবার কিছু কিছু অসুবিধাও লক্ষণীয়।যারা কর্মজীবী মহিলা বা ছাত্রী তাদের দীর্ঘক্ষণ প্যাড পরে থাকতে অনেক সময় সমস্যা হয় বা অস্বস্তিবোধ হয়।বিশেষ করে পিরিয়ডের ফ্লো যাদের অনেক বেশি তাদের খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।তাই বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে সাধারণ প্যাডের জায়গায় এখন এসেছে ডিসপোজেবল পিরিয়ড প্যান্টি বা মেনস্ট্রুয়াল প্যান্টি বা পিরিয়ড প্যান্টি।এইগুলি মাসিকের সময় আরাম, সুরক্ষা ও সুবিধার জন্য অত্যন্ত উপকারী। এটি লিক-প্রুফ, দুর্গন্ধ-রোধক, পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী, যা সাধারণ প্যান্টির মতোই দেখতে ও পরতে আরামদায়ক, ভারী ফ্লো-এর দিনেও দেয় সুরক্ষা এবং কর্মজীবী বা ছাত্রীদের জন্য বিশেষ উপযোগী, যা স্যানিটারি প্যাড বা ট্যাম্পনের একটি চমৎকার ও পুনঃব্যবহারযোগ্য বিকল্প।

এই প্রসঙ্গে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন,'সাধারণ স্যানিটারি প্যাডের মতো নয়, প্যান্টি লাইনারগুলি অনেক ছোট, পাতলা এবং কম শোষক, যা এগুলিকে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে, বিশেষ করে যারা সারাদিন সতেজ এবং আরামদায়ক বোধ করতে চান তাদের জন্য।'

ডিসপোজেবল পিরিয়ড প্যান্টির উপকারিতা

১) অতিরিক্ত শোষণ ক্ষমতা এতে একাধিক শোষণকারী ও জলরোধী স্তর থাকে, যা ভারী ফ্লো-এর দিনেও লিক হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং পোশাক পরিষ্কার রাখে।

২) সুবিধা ও আরাম সাধারণ অন্তর্বাসের মতো দেখতে হওয়ায় এটি পরা এবং ব্যবহার করা সহজ, যা কর্মজীবী ও ছাত্রীদের জন্য খুবই সুবিধাজনক।

৩) দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণ এটি মাসিকের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে এবং সারাদিন ফ্রেশ অনুভূতি দেয়।

৪) পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী এটি পুনঃব্যবহারযোগ্য হওয়ায় স্যানিটারি প্যাডের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী সাশ্রয়ী এবং পরিবেশের জন্য ভালো।

৫) ত্বকের জন্য নিরাপদ এটি ত্বকের সংস্পর্শে আসে এবং সাধারণত কোনও জ্বালাপোড়া বা অ্যালার্জি সৃষ্টি করে না, যা প্যাড ব্যবহারে হতে পারে।

৬) এর বহুমুখী ব্যবহার এটি মাসিকের পাশাপাশি হালকা স্রাব বা প্যান্টি লাইনারের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

ব্যবহার ঃ একটি পিরিয়ড প্যান্টি কতবার ব্যবহার করা যাবে তা নির্ভর করে আপনার ফ্লো-এর উপর, তবে সাধারণত হালকা থেকে মাঝারি ফ্লো-এর জন্য ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত পরা যায় এবং হেভি ফ্লো-এর ক্ষেত্রে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা পর পরিবর্তন করা উচিত; সঠিক যত্ন নিলে একটি প্যান্টি একাধিকবার ধোয়ার পরেও ব্যবহার করা যায়।এটি ব্যবহারের পর ঠান্ডা জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন, তারপর সাধারণ ডিটারজেন্ট দিয়ে মেশিন বা হাতে ধুয়ে নিন। তারপর হাওয়ায় ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। তবে বেশি রোদে না শুকানোই ভালো,কারণ কাপড়টি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। যখন এটি লিক করতে শুরু করে, গন্ধ হয় বা এর আকার নষ্ট হয়ে যায়, তখন বুঝবেন এটি পরিবর্তন করার সময় হয়েছে। অর্থাৎ আপনার ব্যবহারের উপর বা যত্নের নির্ভর করবে একটা পিরিয়ড প্যান্টি কতদিন ব্যবহার করা যাবে।

সতর্কতা ঃ পিরিয়ড প্যান্টি ব্যবহারে সতর্কতা হিসেবে নিয়মিত পরিবর্তন (প্রতি ৪-৮ ঘণ্টা বা প্রয়োজন অনুযায়ী), ব্যবহারের পর ঠান্ডা জলে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া, হালকা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা, গরম জল এড়িয়ে চলা এবং সঠিক মাপের প্যান্টি বেছে নেওয়া জরুরি যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ও সংক্রমণ এড়াতে সাহায্য করে। ব্লিচ বা কড়া রাসায়নিক যুক্ত ডিটারজেন্ট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।প্রথমবার ব্যবহারের আগে প্রস্তুতকারকের নির্দেশিকা (washing instructions) অনুসরণ করুন।

উদ্যোগ ঃ জানা যায়,দীপা কুমার এই ধরনের অন্তর্বাসের জন্য পেটেন্ট নেন এবং Adira ব্র্যান্ডের মাধ্যমে এটি বাজারজাত করেন।

যাইহোক,আমাদের শিক্ষিত সমাজের উচিত এই সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য নিয়ে আলোচনা করা,এই সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা,শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও নিজেদের এলাকায় এই নিয়ে সচেতনমূলক ক্যাম্প করা,গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে গণসচেতনতা তৈরি করা প্রভৃতি।তাই বলবো,এই পিরিয়ড নিয়ে কোনও হাসি নয়, লজ্জা নয় এটিকে একটি জৈবিক বিষয় হিসেবে মেনে নিয়ে সবাই সমাজে সচেতনতার বার্তা পৌঁছেদিন,যাতে সমস্ত নারী পিরিয়ডের নিয়ে অসচেতন না থাকেন,যেন কোনও কুসংস্কার না মানেন এবং স্বাস্থ্যগত দিক থেকে সুস্থ থাকেন।

লেখক — অতিথি অধ্যাপক, কবি,বই লেখক এবং সমাজ-মনোবিশ্লেষক।

ঘরোয়া কৌশলেই নিয়ন্ত্রণে থাকবে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা!

উচ্চ রক্তচাপ একটি নীরব ঘাতক, যা হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং কিডনির সমস্যার মতো মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। তাই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। সব সময় রক্তচাপের ওঠা-নামা রোগী নিজেও বুঝতে পারেন না। তাই এই ধরনের সমস্যা একবার দেখা দিলে পদে পদে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা আবশ্যিক। সঙ্গে মানতে হবে এমন কিছু ঘরোয়া টোটকা যাতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

১. স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস

- লবণ কমানো খাবারে লবণের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্ট ফুড এবং অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।
- ফল ও সবজি প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে ফল ও সবজি খান। এগুলোতে পটাশিয়াম থাকে, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।
- কম চর্বিযুক্ত খাবার স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার কম খান। এর পরিবর্তে অলিভ অয়েল, বাদাম এবং অ্যাভোকাডো খান।
- পর্যাপ্ত জল পান প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন, যা শরীর থেকে অতিরিক্ত সোডিয়াম বের করে দিতে সাহায্য করে।

২. নিয়মিত ব্যায়াম

- শারীরিক কার্যকলাপ সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি-তীব্রতার ব্যায়াম করুন, যেমন- দ্রুত হাঁটা, সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানো ইত্যাদি।
- যোগব্যায়াম এবং ধ্যান যোগব্যায়াম এবং ধ্যান মানসিক চাপ কমাতে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৩. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ

- পর্যাপ্ত ঘুম প্রতিদিন ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করুন।
- মানসিক চাপ কমানো মানসিক চাপ কমাতে যোগব্যায়াম, ধ্যান বা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো কৌশল অবলম্বন করুন।
- প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো বন্ধু এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

৪. ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ

- ধূমপান ত্যাগ ধূমপান রক্তনালীগুলোকে সংকুচিত করে এবং রক্তচাপ বাড়ায়, তাই ধূমপান ত্যাগ করা জরুরি।
- মদ্যপান সীমিত করা অতিরিক্ত মদ্যপান রক্তচাপ বাড়াতে পারে, তাই মদ্যপান বন্ধ করুন।

৫. ওজন নিয়ন্ত্রণ

- স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা রক্তচাপ বাড়াতে পারে।
- সুষম খাদ্য এবং ব্যায়াম সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যায়াম করে ওজন নিয়ন্ত্রণ করুন।

আপনার কি অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিজঅর্ডার আছে, জেনে নিন সমাধান

অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিজঅর্ডার এমন এক সমস্যা, যেখানে মানসিক চাপে পড়লে মনের দখল নেয় নেতিবাচক চিন্তা। আবেগ সামলাতে না পারা ও আচরণগত পরিবর্তন হলো এই ডিজঅর্ডারের বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রে এ সমস্যায় আক্রান্ত মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যায় সব আনন্দ।

কেন হয় এমন সমস্যা

পরিবার বা কাজের জায়গায় বোঝাপড়ার অভাব, একাকিত্ব, বড় ধরনের রোগবালাই; এমন নানা কারণে মানসিক চাপে পড়তে পারেন যে কেউ। সাধারণত কিছুদিনের মধ্যেই জীবনের এসব চ্যালেঞ্জ সামলে নেন মানুষ। তবে অনেকের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিজঅর্ডারে ভোগেন তাঁরা।

এ জন্য দায়ী হতে পারে জিনগত কারণ বা জীবনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা। জীবনের নানা ক্ষেত্রেই নেতিবাচক পরিস্থিতির শিকার হতে হয় বহু মানুষকে। যেমন;

- স্কুলে বুলিংয়ের শিকার।

দাম্পত্য বা প্রেমের সম্পর্কে বোঝাপড়ার অভাব কিংবা অত্যাচারের শিকার হওয়া

- আর্থিক অনটন।
- কর্মক্ষেত্রে জটিলতা।

- শারীরিকভাবে আহত হওয়া।

অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিজঅর্ডার থাকলে এ ধরনের ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব জীবনে রয়ে যায় দীর্ঘ সময়। সেই প্রভাবে নিজেরই আচরণের কারণেও নিজেই দুশ্চিন্তা বা হতাশায় ভুগতে পারেন।

কিছু উপসর্গ

- মানসিক চাপে পড়ার কারণ ঘটার তিন মাসের মধ্যে এ ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়
- ঘুমের ব্যাঘাত।
- মনোযোগের অভাব।
- কাছের মানুষদের থেকে দূরে সরে যাওয়া।
- আত্মহত্যার চিন্তা বা চেষ্টা।

সমাধান

যদি এমন সমস্যায় ভুগছেন বলে মনে করেন, আপনার প্রথম কাজ হবে নিজের মনকে শান্ত রাখা। নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন। ইতিবাচক কিছু ভাবতে চেষ্টা করুন। জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে চেষ্টা করুন।

অসহায়দের পাশে দাঁড়ান। নিজেকে সামলে নিতে একটু বেশি উদ্যোগী হয়ে উঠুন। বিশ্বস্ত, কাছের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন নিজের কষ্ট। ভুলে যাবেন না, জীবনে খারাপ কিছু ঘটে গেলেও জীবন আদতে ভীষণ সুন্দর ও অমূল্য এক উপহার। প্রয়োজনে পেশাদারের সহযোগিতা নিন।

অন্যদিকে কাছের মানুষদের কারও মধ্যে যদি এ ধরনের সমস্যা দেখেন, তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যান। শিশুদের আচরণের প্রতিও খেয়াল রাখুন। তাকেও সাহায্য করুন। আক্রান্ত ব্যক্তি অনেক সময় না-ও বুঝতে পারেন যে তাঁর পেশাগত সাহায্য প্রয়োজন। কাছের মানুষের ক্ষেত্রে এমন হলে তাঁকে বিষয়টা বোঝানোও আপনার দায়িত্ব।

- মন খারাপ হয়ে থাকা, সহজেই নিরাশ হয়ে পড়া।
- আগে ভালো লাগতো এমন কাজেও উৎসাহ না পাওয়া, এমনকি দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রেও এমনটা হতে পারে।
- প্রায়ই কান্নাকাটি করা।
- দুশ্চিন্তা বা চাপগ্রস্ত হয়ে থাকা।
- অস্থিরতা, চাপা ভয়।
- মাত্রারিক্ত বিরক্তি।
- খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া।